ঋতুমালা।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সঙ্কলিত।

ব্রতমালা।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সঙ্কলিত।

হরিরিহ গোকুলবাসী পীযূষাশী সমীহতে তক্রম্।
বিতরতি সময়বিশেষে চিঞ্চা পঞ্চামৃতামোদম্॥

গোকুলে করেন বাস সদা নীলমণি,
আদরে সদাই খান ক্ষীর সর ননি;
তবু ঘোলে দিয়া মুখ মারেন চুমুক,
সময়ে তেঁতুলে দেয় অমৃতের সুখ।

পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন।

কলিকাতা

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১৪।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

সুব্রতা

বঙ্গনারীর করকমলে

ব্রতমালা

ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা।

হিন্দুর জীবন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পূর্ণ। কোন মাসেই নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের অভাব নাই। কিন্তু সংখ্যাতীত নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপেও হিন্দুরমণীর ধর্ম্মজীবনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না বলিয়াই যেন তাঁহারা নানাবিধ লৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

লৌকিক ব্রতগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি ব্রতের অনুষ্ঠান ইচ্ছাধীন, আর কতকগুলি বঙ্গনারীর পক্ষে অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রথম গুলির নাম কাম্যব্রত; দ্বিতীয় গুলির নাম বার্ষিকব্রত।

সুবিধার জন্য দুই তিন বা ততোধিক বাড়ীর রমণীগণ এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। অধিকাংশ ব্রতেই পুরোহিতের আবশ্যক। কিন্তু ব্রতচারিণীদের মধ্যেও কেহ ইচ্ছা করিলে পূজা করিতে পারেন। এরূপ স্থলে পুরোহিত কেবল মন্ত্র পাঠ করেন। প্রথমে পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া তারপর চণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী ও বিষ্ণু পূজার মন্ত্রগুলিরই শরণাপন্ন হইতে হয়। অধিকাংশ ব্রতেই দশোপচারে দেব দেবীর পূজা হইয়া থাকে। পুরোহিত দক্ষিণাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য লাভ করেন। দিবা দ্বিপ্রহরই অধিকাংশ ব্রতের অনুষ্ঠানের সময়। কোন কোন ব্রতের সময় সন্ধ্যাকাল। সাধারণতঃ দ্বিতীয় সংস্কারের পর হিন্দু-নারী ব্রতাধিকারিণী হন।

অগ্রহায়ণ মাসে গৃহলক্ষ্মিগণ নূতন শস্যে গৃহ পূর্ণ করেন। গৃহ-ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিলেই ব্রতনিয়মাদি প্রীতিপ্রদ হয়। এই কারণ গৃহলক্ষ্মিগণ অগ্রহায়ণ মাসই ব্রত নিয়মের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ব্রতোপলক্ষে পুরনারিগণ নানাবিধ ফলমূল, লাড়ু বড়ি, মুড়ি মুড়কি ও দধি দুগ্ধের আয়োজন করেন। ব্রতকালে বালক বালিকার আনন্দ কোলাহলে চারিদিক আন্দোলিত হয়।

ইরেজী শিক্ষার প্রভাব আমাদের অন্তঃপুরেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে শিথিল ভাব দেখা দিয়াছে। এইরূপ শিথিলতা সত্ত্বেও পল্লিবাসিনীরা লৌকিক ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণভাবে করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নগরবাসিনীরা অনেক স্থানেই নানাকারণে ব্রতনিয়মাদি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, কতিপয় বৎসর পরে আমাদের পল্লীগ্রাম হইতেও ব্রতনিয়মাদি বিলুপ্ত হইবে।

বঙ্গভাষার অনেক প্রবাদ ও প্রবচনের ভিত্তি এই সকল ব্রতকথা। ব্রতকথা না জানিলে সেগুলির অর্থ করা যায় না। যেমন, আশীর্ব্বাদ ছলে "ষাইট" "ষাইট", লোভী ব্যাক্তির "আড়াই হাত জিহ্বা" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ।

অনেক গুলি প্রাচীন কাব্য এই সকল ব্রত অবলম্বনে লিখিত। যেমন, চণ্ডী কাব্য। ঐ কাব্য গুলির প্রাচীনতা ও মূল তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে ব্রতকথার প্রয়োজন।

ব্রতকথাগুলিতে সে কালের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা সভ্যতা প্রভৃতি বড়ই পরিস্ফুট। বধূর টাকী মাছ পোড়া আর পান্তা ভাতের আকাঙ্ক্ষা সেকালের ভোগ বিলাসের পরিষ্কার চিত্র। হাতে শাঁখা, গালে পান, পরণে লাল পেড়ে শাড়ী, কপালে সিন্দুরের কৌটা সধবার অতি উজ্জ্বল ফটো।

"খ্যাতনামা লেখকগণ বহু পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু প্রায়ই এই সকল ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত পাঠ

করিয়াও বেশ বুঝা যায় না যে তাঁহাদের বর্ণিত সময়ে বাঙ্গালীর মেয়েরা কিরূপ ছিল। বাঙ্গালীর মেয়েদের ব্রতকথা সঙ্কলিত হইলে হয়ত বুঝিতে পারিব যে, বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আব্দার কিরূপ ছিল।" (১) "ব্রতকথা গুলির ভিতরকার মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাস, বৈচিত্র ও ঐক্য, রস এবং রহস্য আলোচনা করিবার পরম বিষয়। বিজ্ঞানপিপাসুগণ সমুদ্রবেলা হইতে শামুক গুগ্‌লি নুড়ি সঞ্চয় করেন, আর লোক হৃদয়ের সমুদ্র বেলায় এই যে চিত্র বিচিত্র পদার্থ সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এ গুলি কি বিজ্ঞমণ্ডলীর উপেক্ষার যোগ্য?" (২)

বস্তুতঃ ব্রতনিয়মাদি আমাদের দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তৎসমুদয়ের বিবরণ লিপিব করিয়া রাখা আবশ্যক।

এই কারণ আমরা ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহকুমা মানিকগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত মহকুমা টাঙ্গাইলের ব্রত বিবরণ সাহিত্য সমাজে উপস্থিত করিলাম।

বসুমতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় কথা গুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ, মহাশয় প্রুফ দেখিয়াছেন; চিত্রকর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ পাল মহাশয় "বঙ্গে ষষ্ঠীপূজা" নামক ছবি প্রকাশ জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ব্রতমালার পদ্ধতি অংশ ইতি পূর্ব্বে ব্রতবিবরণ নামে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

(১) শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার।

(২) বঙ্গদর্শন, নবপর্য্যায়, প্রথম বৎসর।

সূচীপত্র।

চিত্রসূচী।

ব্রতমালা।

হরিষ মঙ্গলচণ্ডী।

—•—

পদ্ধতি।

বৈশাখ মাসে পুরনারিগণ আত্মীয় স্বজনের মঙ্গল কামনায় হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাস নূতন বৎসরের আরম্ভ। পুরনারিগণ নববর্ষের সূচনায় মঙ্গল দেবীর আরাধনা করিয়া পরিবারমণ্ডলীর নিমিত্ত সংবৎসর-ব্যাপী আনন্দ যাচ্ঞা করেন। ব্রতচারিণী অষ্ট সংখ্যক দূর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল সহ (ঢেঁকিতে ভানা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষিদ্ধ, ব্রতচারিণীকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া নিতে হয়) কদলী পত্র ত্রিভুজাকারে ভাঁজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া দেবালয়ে প্রদান করেন। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়। সিঙ্গাইর সিন্দুর লিপ্ত করিয়া টাটের উপর স্থাপন পূর্ব্বক মঙ্গল চণ্ডীর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। পুরনারিগণ এই সকল সিঙ্গাইর যত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা করেন। পূজা শেষ হইলে ব্রত-চারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ধারণ করিয়া ব্রতকথা শ্রবণ করেন।

বৈশাখ মাসে প্রতি মঙ্গলবার হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিতে হয়। ব্রতের দিন অন্ন ভোজন করিতে নাই।

কথা।

এক ব্রাহ্মণীর গোয়ালিনী সই ছিল। ব্রাহ্মণী কোন ব্রত নিয়মের ধার ধারিতেন না। গোয়ালিনীর ব্রত নিয়মের অবধি ছিল না। ব্রতের ফলে তাহার ছিল সাত পুত্র ও সাত পুত্রবধূ। তাহার দিন আনন্দে কাটিত। একদিন প্রাতে ব্রাহ্মণী তাঁহার সইয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে ছিলেন। ক্রমে বেলা হইল। বাড়ীতে কাজ আছে,—গৃহদেবতা শালগ্রামের পূজার আয়োজন করিতে হইবে; ব্রাহ্মণী এই বলিয়া সে দিনের মত সভা ভঙ্গ করিলেন। গোয়ালিনী ইহাতে ক্ষুণ্ণা হইয়া বলিলেন, তুমি বন্ধ্যা, তোমার আবার কাজ কি? আমার সাত বেটা, সাত বউ; আমার কত কাজ! ব্রাহ্মণী গোয়ালিনীর কথায় মনে বড় ব্যথা পাইলেন। অন্ন জল ত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন, সই আমাকে বন্ধ্যা বলিয়া গালি দিয়াছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কথায় গোয়ালিনীর বাড়ী গেলেন, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, সই, তোমার সাত পুত্র, এখন কি করিলে আমার পুত্রলাভ হয়, তাহা বলিয়া দেও। গোয়ালিনী বলিল, আমি ত আর কিছু জানি না, আমি হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিয়া থাকি। সই আমার সঙ্গে ব্রত করুক, তবেই পুত্রের মুখ দেখিবে। ব্রাহ্মণী ব্রত করিতে আরম্ভ করিলেন, ব্রতের ফলে পুত্র কন্যা জন্মিল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সৎপাত্র দেখিয়া কন্যাকে বিবাহ দিলেন, পুত্রের বিবাহও বড় ঘরেই

হইল। বউ বড় সুন্দরী আর সুশীলা। গোয়ালিনীর মত ব্রাহ্মণীর দিনও সুখে কাটিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণী একদিন গোয়ালিনীকে বলিলেন, সই, আমার বড় সুখ, আমার একবার কাঁদিতে ইচ্ছা করে। গোয়ালিনী বলিল, সই, এ তোমার কেমন সৃষ্টি ছাড়া ইচ্ছা, লোকে সুখ চায়, আর তুমি দুঃখকে ডাক। লাউ গাছটা কাটিয়া ফেলিয়া তাহার শোকে কাঁদ। ব্রাহ্মণী গোয়ালিনীর কথা মত লাউ গাছ কাটিয়া ফেলিয়া তাহার শোকে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্না শুনিয়া মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়া হইল; তিনি লাউগাছটিকে আবার বাঁচাইয়া দিলেন। দেবীর বরে লাউগাছ আগের চেয়ে সতেজে বাড়িয়া উঠিল। ব্রাহ্মণী বলিলেন, সই কাঁদিয়া ত আমার সুখ হইল না। গোয়ালিনী বলিল, "বার বৎসর হইল রাজার হাতী মরিয়া গিয়াছে। যদি তাহার একখানা হাড় পাও, তবে তাহাই লইয়া কাঁদ।" ব্রাহ্মণী মরা হাতীর একখান হাড় পাইলেন, সইয়ের কথামত তাহাই লইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু কাল পরেই মায়ের কৃপায় মরা হাতী বাঁচিয়া উঠিল, হাতী রাজদরবারে গিয়া দাঁড়াইল। রাজা বিস্মিত হইয়া লোকজনকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, মহারাজ, আমরা ইহার কিছুই জানি না, তবে সভাপণ্ডিতকে মরা হাতীর একখানা হাড় লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। তখনি সভাপণ্ডিতের ডাক হইল; তিনি মরা হাতীর হাড় কেন লইয়া গিয়াছেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। সভাপণ্ডিত বলিলেন, আমি কিছুই জানি না, মহারাজ, ব্রাহ্মণীর কথা মত হাড় লইয়া তাঁহাকে দিয়াছি। ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, আমার বড়ই কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, মরা না পাইয়া সখীর কথামত মরা হাতীর হাড় লইয়া কাঁদিতেছিলাম।

আমার কান্নায় দেবী মঙ্গলচণ্ডী মরা হাতী বাঁচাইয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণীর কথায় রাজা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে রাম লক্ষ্মণ শাঁখা (যোড়া শাঁখাকে রাম লক্ষ্মণ শঙ্খ বলে) ও লক্ষ্মীবিলাস শাড়ী পুরস্কার দিলেন। ব্রাহ্মণী ঘরে যাইয়া সখীকে বলিলেন, সই, এ কেমন হইল, দুঃখে কাঁদিতে গেলাম, সুখ যে আরও বাড়িয়া গেল। তখন গোয়ালিনী তাঁহাকে পচাপেড়া মাথায় দিয়া রাজান্তঃপুরে যাইতে বলিল। রাণী তাহার মাথার দুর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গালি দিবেন, আর তিনি কাঁদিবেন, এই ছিল গোয়ালিনীর মনের ভাব। ব্রাহ্মণী পচাপেড়া মাথায় দিয়া রাজান্তঃপুরে গেলেন। দেবীর কৃপায় দুর্গন্ধ যেন কোথায় চলিয়া গেল। সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার মাথা হইতে এমন সুগন্ধ বাহির হইয়াছে। সকলে বলিল, সভাপণ্ডিতের ব্রাহ্মণীর মাথার সৌরভে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। রাণী বড় সন্তোষ লাভ করিলেন, ব্রাহ্মণীকে অলঙ্কার পুরস্কার দিলেন। রাজ-প্রসাদ পাইয়া তাঁহার সুখের মাত্রা বাড়িয়া গেল।

ব্রাহ্মণী আবার গোয়ালিনীকে ধরিয়া বসিলেন। গোয়ালিনী বলিল, পুত্রের সঙ্গে বিষের নাড়ু মেয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দেও, কিন্তু সাবধান, পুত্রকে নাড়ু ছুঁইতে নিষেধ করিও। ব্রাহ্মণী সইয়ের কথা মত ছেলের সঙ্গে মেয়ের জন্য বিষের নাড়ু পাঠাইলেন। ছেলেকে নাড়ু ছুঁইতে বার বার নিষেধ করিয়া দিলেন। দেবীর কৃপায় নাড়ুর বিষ কোথায় চলিয়া গেল; নাড়ুর স্বাদ অমৃতের মত হইল। সকলে মিলিয়া তাহা তৃপ্তি সহকারে খাইল। ভগিনী ভাইকেও গোটা কয়েক দিল। মাতার নিষেধ ছিল, তিনি প্রথমে খাইতে ইতস্ততঃ করিলেন; তার পর ভগিনীর অনুরোধ এড়াইতে

না পারিয়া কয়েকটা মুখে দিলেন। পুত্র বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মাকে বলিলেন, দিদিকে যেমন মিঠা নাড়ু দিয়াছ, তেমন মিঠা নাড়ু ত আর কখনও খাই নাই। পুত্রের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বুঝিলেন, নাড়ুর বিষ অমৃত হইয়াছে। এও ত ভারিজ্বালা,—কিছুতেই যে কাঁদা হয় না। তখন তিনি পরামর্শ লইবার জন্য আবার সইয়ের বাড়ী গেলেন এবং কি করিলে তিনি নিশ্চয়ই কাঁদিতে পারিবেন পুনরায় তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোয়ালিনী বলিল, ঝাঁপিতে বিষধর সাপ পুরিয়া পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দেও; তোমার এক মাত্র পুত্র, কত আরাধনায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছে; তাহার মরণের কাজ ত আমি কিছুতেই করিতে পারিব না। তাহাকে ঝাঁপি খুলিতে নিষেধ করিয়া দিও। ব্রাহ্মণী ঝাঁপিতে বিষধর সাপ পুরিয়া ছেলের সঙ্গে মেয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন, তাহাকে ঝাঁপি খুলিতে বার বার নিষেধ করিয়া দিলেন। ঝাঁপিতে বিষধর সাপ ছিল, দেবীর কৃপায় কোথায় সাপ উড়িয়া গেল, ঝাঁপির মধ্যে মণি মুক্তার নানা রকম অলঙ্কার। মেয়ে এ সব অলঙ্কার পাইয়া বড় খুসী হইল; কিন্তু পুত্রের মনে ধোকা লাগিল। মা বার বার দুই বার তাহাকে ফাঁকি দিয়া ভাল ভাল জিনিস দিদির জন্য পাঠাইলেন, এই চিন্তায় তাহার মনে হিংসার উদয় হইল। তিনি বাড়ী আসিয়া মাকে দু কথা শুনাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণী রোষে ক্ষোভে কাতরা হইয়া পড়িলেন, সে দিন দেবীর পূজা করিতে ভুলিয়া গেলেন। দেবী পূজা না পাইয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। ব্রহ্মণীর পুত্রকন্যা দেবীর অভিশাপে ঢলিয়া পড়িল। এবার ব্রাহ্মণী মনের সাধ মিটাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, কাঁদিতে কাঁদিতে অধীরা হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি সখীকে বলিলেন, আমি আর কাঁদিতে পারি না। গোয়ালিনী

তাঁহাকে দেবীর পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। ব্রাহ্মণী ভক্তি ভাবে দেবীর পূজা করিলেন। পূজার নির্ম্মাল্য আনিয়া মরা ছেলে মেয়ের মাথায় দিলেন। তাহারা বাঁচিয়া উঠিল। দেবীর মহিমায় দশ দিক পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আবার সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা স্বর্গে গেলেন; তাঁহাদের পুত্র কন্যা সংসারে থাকিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

এই ব্রতের এই কথা,
ঘটে দিও ফুল বেল পাতা।*

আমষষ্ঠী।

পদ্ধতি।

আমষষ্ঠী হিন্দুনারীর একটি প্রধান ব্রত। ষষ্ঠী দেবী শিশু সন্তানের রক্ষাকর্ত্রী। সুতরাং ষষ্ঠী পূজা স্বভাবতই আমাদের ব্রতাধিকারে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পুরনারিগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রতের দিন প্রাতঃকালে নারিগণ এক এক গুচ্ছ দুর্ব্বা (দুর্ব্বার সংখ্যা ১২৬ হওয়া আবশ্যক) এক এক খানি বিচন ও এক একটি পাকা আম সঙ্গে লইয়া নদীতে অথবা অন্য কোন জলাশয়ে স্নানার্থ গমন করেন। স্নানান্তে তাঁহারা দুর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা একশত ছয় বার চোখে জল সেচন করেন। তাহার পর এক

---

* প্রত্যেক ব্রতকথায় শেষে এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে হয়।

এক বার এক এক ষষ্ঠীর নাম লইয়া দুর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা আমের উপর "ষা'ট" "ষা'ট" বলিয়া জল সেচন করেন। অতঃপর গৃহে আগমন করিয়া বিচন ও আম্র সহযোগে দুর্ব্বাগুচ্ছ দ্বারা স্নেহভাজন আত্মীয় স্বজনের গাত্রে "ষা'ট" "ষা'ট" বলিয়া জল সেচন করেন। বাড়ীতে দেবালয় থাকিলে দেবতার গাত্রেও পূর্ব্বোক্তরূপে জল সেচন করিতে হয়। পূজার অঙ্গন বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত করিয়া উহার মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ চিত্রিত হয়। এই বৃক্ষের নাম ষষ্ঠীর গাছ। ব্রতচারিণিগণ বৃক্ষমূলে একটি পুতা (শিল নোড়া) সংস্থাপন করিয়া তদুপরি ষষ্ঠী দেবীর আবির্ভাব কল্পনা করেন। তাঁহারা স্নানকালে ব্যবহৃত দুর্ব্বাগুচ্ছ, বিচন ও আম দেবীর তিন পার্শ্বে সজ্জিত করিয়া রাখেন। ব্রতচারিণিগণ প্রতি জনে পূজার স্থানে ছয়টি আম, ছয়টি কদলী ও ছয়টি পান এক এক খানি পাত্রে প্রদান করেন। ইহার নাম ষষ্ঠী ব্রতের বায়না। প্রাগুক্ত দ্রব্য সকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে পূজা আরম্ভ হয়। পূজা সাঙ্গ হইলে সকলে মিলিয়া ব্রত-কথা শ্রবণ করেন। ব্রতকথা শেষ হইলে ১২৬ দুর্ব্বাগুচ্ছ হইতে এক এক গাছি করিয়া দুর্ব্বা পুতার মাথায় অর্পণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেব দেবী ও আত্মীয় স্বজনের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক "ষা'ট" "ষা'ট" বলেন। "ষা'ট" দেওয়া শেষ হইলে ব্রত-চারিণিগণ বায়না বদল করেন। প্রত্যেকে চার চারটি করিয়া আম ও কলা কোচে লইয়া দণ্ডায়মান হন। এক জন অপর এক জনের কোচে দুইটি আম ও দুইটি কলা প্রদান করেন। যাঁহার কোচে আম ও কলা দেওয়া হয়, তিনি আবার কোচ হইতে দুইটি করিয়া নিজের আম ও কলা তাঁহার কোচে দেন। ইহার নাম বায়না বদল। বায়না বদল শেষ হইলেই পূজার

শেষ। ব্রতের দিন অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। ব্রত শেষ হইলে ব্রত-চারিণিগণ পুতাটি নাভিতে ও কপালে স্পর্শ করেন।

কথা।

এক ব্রাহ্মণের বাড়ীর পাশেই ছিল এক গোয়ালার বাড়ী। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা, তিনি কোন ব্রত নিয়ম করিতেন না। একমাত্র গৃহ দেবতা শালগ্রামই ছিলেন তাঁহার উপাস্য। গোয়ালার সাত বেটা, সাত বউ ; নাতি নাতিনের কলরবে তাহার বাড়ীতে কাণ পাতা যাইত না। গোয়ালিনী তাহাদের মঙ্গল কামনায় সকল রকম ব্রত নিয়ম করিত।

জ্যৈষ্ঠ মাস, আমষষ্ঠীর দিন। গোয়ালিনী সাত বউ আর নাতি নাতিনের দল লইয়া স্নান করিতে গেল। তাহাদের ঝাপা ঝাপিতে জল ঘোলা হইল, ঘাট পিছল হইল। গোয়ালিনী স্নান করিয়া উপরে উঠিল, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণী স্নান করিতে জলে নামিলেন। তিনি পিছলে পা সামলাইতে পারিলেন না, আছাড় খাইলেন। শরীরে বড় ব্যথা পাইলেন, কোন্ আঁটকুড়ী ঘাট পিছল করিয়াছে বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন ; গোয়ালিনীও উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিল, নাতি নাতিনে আমার ঘর পূর্ণ, আমি আঁটকুড়ী ? তুমি সন্তানের মুখ দেখ নাই, তুমিই আঁটকুড়ী। গোয়ালিনীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী মনে বড় কষ্ট পাইলেন, অভিমান করিয়া ঘরে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে দুই চোখ ফুলিয়া উঠিল। এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া খাইতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণী উঠিলেন না,—স্বামীকে দেখিয়া অভিমানে আরও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে তাঁহার অভিমানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণী সকল কথা

খুলিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, সন্তান-কামনায় ষষ্ঠীদেবীকে প্রসন্ন করিতে সংকল্প করিলেন, বলিলেন, ভোগের জন্য আমাকে কিছু জিনিস দেও, আমি ষষ্ঠী-দেবীর উদ্দেশ্যে যাইব। ব্রাহ্মণী এক হাঁড়ি মনোহরা তৈয়ার করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে চলিলেন। পথে গোয়ালিনীর সঙ্গে দেখা হইল। গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে, পাই ষষ্ঠী, আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী, হবে ব্রহ্মবধ। গোয়ালিনী ষষ্ঠীর নাম শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গেল, ফিরিয়া আসিয়া দেবীর জন্য পান শুপারী ব্রাহ্মণের হাতে দিল। ব্রাহ্মণ পান শুপারী কাপড়ের কোণে বাঁধিয়া লইয়া চলিলেন। পথে এক চুণিয়ার সঙ্গে দেখা হইল। তাহার মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চুণ। এ চুণ কেহ কিনে না, চুণের হাঁড়ি আর মাথা হইতেও নামে না। চুণিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে, পাই ষষ্ঠী আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী হবে ব্রহ্মবধ। চুণিয়া বলিল, ঠাকুর, দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কবে আমার এ যন্ত্রণা ঘুচিবে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিলেন। কিছু দূর গেলে আর এক জন লোকের সহিত ব্রাহ্মণের দেখা হইল। তাহার মাথায় কাঠের বোঝা। এ কাঠ কেহ কিনে না, মাথা হইতেও নামে না, অাঁটিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। কাঠুরিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে, পাই ষষ্ঠী আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী হবে ব্রহ্মবধ। কাঠুরিয়া বলিল, ঠাকুর, দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কবে আমার মাথা হইতে কাঠের বোঝা নামিবে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিলেন। তিনি আর কিছু দূরে গিয়া

দেখিলেন, পথের ধারে একটা আমগাছ। গাছে আম পাকিয়া লাল টুকটুকে হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে আম পড়েও না, কেহ পাড়েও না। গাছ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে, পাই ষষ্ঠী আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী হবে ব্রহ্মবধ। গাছ তাঁহার কথা শুনিয়া বলিল ঠাকুর, আমি আর এ ভার সহিতে পারি না। দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কবে এই ভার খসিয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিলেন। তিনি কিছু দূর আসিয়া দেখিতে পাইলেন, পথের ধারে এক পুকুর, পুকুর দলে দামে পূর্ণ, পুকুরের জল কেহ পান করে না। পুকুর জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে, পাই ষষ্ঠী আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী হবে ব্রহ্মবধ। পুকুর বলিল, ঠাকুর, দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কবে আমার এ অবস্থা ঘুচিবে, জল নির্ম্মল হইবে, লোকে পান করিবে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীর দেশে আসিলেন।

দেবী সোণার খাটে বসে আছেন, রূপার খাটে পা।
চারিদিকে পড়িতেছে শ্বেত চামরের বা॥

ব্রাহ্মণ দেবীকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে মিঠায়ের হাঁড়ি রাখিলেন। ভক্তের মন বুঝিয়া দেবী বলিলেন, তোমার কাপড়ের কোণে কি বাঁধা আছে, আগে তাহাই দেখাও তার পর মিঠাইয়ের হাঁড়ি খুলিও। ব্রাহ্মণ তাঁহার হাতে গোয়ালিনীর দেওয়া পান গুপারী দিলেন, তার পর হাঁড়ি খুলিয়া মিঠাই দেখাইলেন। দেবী মিঠাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মনে করিয়া আসিয়াছ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি সন্তান চাই। গোয়ালিনী

আমার ব্রাহ্মণীকে আঁটকুড়ী বলিয়া গালি দিয়াছে, ব্রাহ্মণীর আঁট-কুড়ী নাম ঘুচাইয়া দিতে হইবে। দেবী বলিলেন, অন্য বর তোমাকে দিতে পারি। বিধাতা তোমার কপালে সন্তান লেখেন নাই, আমি করিব কি? দেবীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের চক্ষুস্থির হইল। তিনি বলিলেন, আমি আপনার দ্বারে হত্যা দিলাম, হয় সন্তান লাভ করিব, না হয় প্রাণপাত করিব। আপনার দ্বারে আজ ব্রহ্মহত্যা ঘটিবে। দেবী তাঁহার কথা শুনিয়া ফাঁফরে পড়িলেন, বলিলেন, কপালে তোমার সন্তান লেখা নাই, আমার সাধ্য কি? গোয়ালিনী ছয় ষষ্ঠী তৈয়ার করিয়া পূজা করিতেছে। গোয়ালিনী যদি তোমাকে তার এক ভাগ ষষ্ঠী দেয় আর তোমার ব্রাহ্মণী মনপ্রাণে পূজা করে, তবেই তোমরা সন্তানের মুখ দেখিতে পাইবে। নচেৎ আর উপায় নাই। ব্রাহ্মণের নিজের কাজ শেষ হইল। তখন তিনি পুকুর, আম গাছ, কাঠুরিয়া ও চুণিয়ার দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। দেবী সব কথা শুনিলেন, কি করিলে তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দেবীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

ব্রাহ্মণ পুনরায় পুকুরের ধারে আসিলেন, পুকুর তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার কথা কি মনে করিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হাঁ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তুমি এক ব্রাহ্মণকুমারীকে লুকাইয়া রাখিয়াছ। সেই পাপে তোমার এ দুর্দ্দশা; সুব্রাহ্মণকে কন্যাদান কর, তোমার সমস্ত পাপ ঘুচিবে, দল দাম অদৃশ্য হইবে, জল নির্ম্মল হইবে, লোকে জল পান করিবে। পুকুর তাহার কথা শুনিয়া বলিল, সাত ব্রাহ্মণে আপনি ব্রাহ্মণ, কোথায় পাব আর ব্রাহ্মণ? আপনি কন্যা গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ স্বীকার করিলেন। এক সুলক্ষণা কন্যা পুকুর

হইতে উঠিলেন, তাঁহার রূপে চারিদিক আলো হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত মা সম্বন্ধ পাতাইলেন, তার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। ব্রাহ্মণ আমগাছের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। আমগাছ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার কথা কি মনে করিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এক ব্রাহ্মণ কুমার তোমার আম পাড়িতে উঠিয়াছিলেন, তিনি পড়িয়া মারা গিয়াছেন। সেই পাপে তোমার এ দুর্দ্দশা। একজন সুব্রাহ্মণকে কিছু আম দান কর, তোমার পাপ ঘুচিবে, সকলে আম পাড়িয়া খাইবে। গাছ বলিল, সাত ব্রাহ্মণে আপনি ব্রাহ্মণ, কোথায় পাব আর ব্রাহ্মণ? আপনি আম গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণের অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, মেয়েটীরও কিছু খাওয়া হয় নাই। ব্রাহ্মণ আম লইয়া নিজে পেট ভরিয়া খাইলেন, মেয়েটীকেও খাওয়াইলেন। তখনি দেশের যত লোক গাছের উপর ঝুকিয়া পড়িল; মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত আম ফুরাইয়া গেল; ব্রাহ্মণ সেখান হইতে রওনা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কাঠুরিয়ার সঙ্গে দেখা হইল। সে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার কথা মনে করিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন হাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। একটী লোকের মাথায় কুটা পড়িয়াছিল, তুমি তাহা দেখিয়াও ফেলিতে বল নাই, সেই পাপে তোমার এ দুর্দ্দশা। একজন সুব্রাহ্মণের কিছু কাজ করিয়া দাও, তোমার পাপ ঘুচিবে, কাঠের বোঝা নামিবে, লোক কাঠ কিনিবে। কাঠুরিয়া বলিল, সাত ব্রাহ্মণে আপনি ব্রাহ্মণ, কোথায় পাব আর ব্রাহ্মণ? আমি আপনারই কিছু কাজ করিয়া দিব। এই কথা বলিতে না বলিতে তাহার কাঠের বোঝা নামিয়া গেল, লোকে ঝুকিয়া

পড়িয়া তাহার এক পয়সার কাঠ চার পয়সা দিয়া কিনিল। ব্রাহ্মণ কাঠুরিয়াকে সঙ্গে লইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছুদূর আসিয়াই চুণিয়াকে দেখিতে পাইলেন। চুণিয়া তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার কথা কি মনে করিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন হাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। একটি লোকের ওষ্ঠে চূণ লাগিয়াছিল, তুমি তাহা দেখিয়াও মুছিতে বল নাই। সেই পাপে তোমার এই দুর্দ্দশা। একজন সুব্রাহ্মণকে কিছু চূণ দান কর, চূণের হাঁড়ি মাথা হইতে নামিবে, লোকে তোমার চূণ কিনিবে। এই কথা শুনিয়া চুণিয়া বলিল, সাত ব্রাহ্মণে আপনি ব্রাহ্মণ, কোথায় পাব আর ব্রাহ্মণ? আপনি কিছু চূণ গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ কিছু চূণ নিলেন, চূণের হাঁড়ি তখনি মাথা হইতে নামিল; দেখিতে দেখিতে বহু লোক জুটিয়া পড়িল, চোখের পলকে সমস্ত চূণ বিকাইয়া গেল। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুমারী এবং কাঠুরিয়াকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলেন। বাড়ীতে পা দিয়াই ব্রাহ্মণীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন, তার পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া গোয়ালিনীর বাড়ী গেলেন, তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিয়া একভাগ ষষ্ঠী চাহিলেন। গোয়ালিনী প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করিল না, পরে ব্রাহ্মণের অনেক কাকুতি মিনতিতে থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে এক ভাগ ভাঙ্গা ষষ্ঠী দিল। ব্রাহ্মণী ষষ্ঠী ঘরে আনিয়া মনপ্রাণে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজার ফলে তিনি এক কন্যা পাইলেন, তাহার রূপের ছটায় গৃহ উজ্জ্বল হইল। কন্যা ক্রমে বড় হইল; ব্রাহ্মণী তাহাকে বিবাহ দিয়া ঘরজামাতা রাখিলেন। কিছুদিন পরে কন্যার সন্তান সম্ভাবনা হইল। দশ মাস দশ দিন গত হইল, তিনি একটা চামড়ার থলে প্রসব করিলেন। ব্রাহ্মণী

বড়ই মনস্তাপ পাইলেন, কিন্তু কি করিবেন, থলেটা আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলেন। অগোণে কাকে আসিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। একবারে ষাটটা ছেলে থলের ভিতর হইতে বাহির হইল। ব্রাহ্মণী ষাট নাতি কোলে করিয়া ঘরে আসিলেন। তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি বড় যত্ন করিয়া তাহাদিগকে লালন পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিনে ষাট নাতিরই বিবাহ হইল। ব্রাহ্মণী আহ্লাদে গলিয়া পড়িলেন; নাতিবউদের কাজ করিবার জন্য ষাটজন দাসী রাখিয়া দিলেন, দুধের জন্য ষাটটী গাই কিনিলেন। একদিন শাশুড়ী বউদের হাতের পাক খাইতে চাহিলেন। সেদিন ষষ্ঠী। তিনি বউদিগকে নিরামিষ রাঁধিতে বলিলেন। দৈবক্রমে মাঝিরা একটা প্রকাণ্ড চিতল মাছ আনিল। বউরা ভাবিল, এমন সুন্দর মাছ থাকিতে শাশুড়ীকে কেন নিরামিষ রাঁধিয়া দিব। তাহারা পরিপাটী করিয়া চিতল মাছের ঝোল রাঁধিল। শাশুড়ী বউদের হাতের পাক দেখিয়া আহ্লাদে আটখান হইলেন, সেদিন যে ষষ্ঠী, আমিষ খাইতে নাই, তাহা ভুলিয়া গেলেন; তিনি মাছের ঝোল খাইলেন। দেবী অনিয়ম দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ষাট নাতি একবারে ঢলিয়া পড়িল। সকলে শোকে হাহাকার করিতে লাগিল। গোয়ালিনী বলিল, ষষ্ঠীর দিন আমিষ ছুঁইয়া তোমরা এই বিপদ ঘটাইয়াছ। তখন উভয়ে মিলিয়া দেবীর পূজা করিলেন, তার পর নাতিদের মাথায় নির্ম্মাল্য দিলেন। তাহারা চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল।

মনসা

পদ্ধতি।

সর্পভীতি নিবারণের জন্যই এই ব্রতের অনুষ্ঠান। পুরোহিত ঠাকুর আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিন ঘট বসাইয়া দশোপচারে দেবীর পূজার সূচনা করেন। তার পর সম্পূর্ণ এক মাস ঘটের উপর দেবীর পূজা করিতে হয়। দৈনিক পূজার জন্য দশোপ-চারের আবশ্যকতা নাই, ফুল বেলপাতাই যথেষ্ট। দেবীর ভোগের জন্য ফলমূল কিছু দিতে হয়। পূর্ণ একমাস গত হইলে পুরোহিত ঠাকুর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এ দিন অষ্ট নাগের উপর দেবীর দশোপচারে পূজা হইয়া থাকে। একটি ঘটের গাত্রে তিনটি সাপ ও ঘটের মুখে পাঞ্জার মত একটা ঢাকুনি, ঢাকুনীর গাত্রেও পাঁচটি সাপ। ইহার নাম অষ্ট নাগ। পুরোহিত ব্যতীত অন্যের পূজাধিকার নাই। বৈষ্ণবগৃহে মনসাদেবীর পূজা যে ভাবে হইয়া থাকে, এস্থানে তাহাই বিবৃত হইল। অধিকাংশ শাক্তগৃহে দেবীর মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে।

পূজান্তে নারিগণ ব্রতকথা শ্রবণ করেন। ব্রতের দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। ব্রতের পরের দিন অষ্টনাগ বিসর্জ্জন দিতে হয়। তদুপলক্ষে অনেকে নৌকা বাইচ দিয়া থাকে।

কথা।

এক গৃহস্থের ছিল চার পুত্র, চার বউ। শ্রাবণ মাস অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। বউরা জল আনিতে ঘাটে যাইতেছিল। বড় বউ বলিল, আজের হেন দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, গরম

গরম ভাত হয়, খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে থাকি। মেজো বউ বলিল, আজের হেন দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, গরম গরম খিচুড়ী হয়, খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে থাকি। নোয়া বউ বলিল, আজের হেন দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, গরম গরম দুধ চিড়া হয়, খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে থাকি। কিন্তু ছোট বউ কোন কথা কহিল না, মৌন হইয়া রহিল। তিন যা তাহাকে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, ছোট বউ, তুই ত কিছু বল্লি না। ছোট বউ বলিল, তোমাদের বাপ ভাই আছে, তোমাদের সাধ মিটিতে পারে। আমার কে আছে, যে আমি সাধ করিব? তাহার কথা শুনিয়া তিন যা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আমরা সাধ করিলাম বলিয়াই ত আর মা বাপের বাড়ী যাইতেছি না; তুইও কেন কিছু বল্ না? তখন ছোট বউ বলিল, আজের হেন দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, টাকি মাছপোড়া হয়, পান্তাভাত হয়, খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে থাকি।

অহিরাজ, মহিরাজ, দুই সাপ ক্ষেতের ভিতর গর্ত্তে থাকিত। চাষের সময় লাঙ্গলের ফাল লাগিয়া সাপ দুইটী মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছিল। সে অবধি তাহারা লোকের ভয়ে টাকি মাছের রূপ ধরিয়া অল্প জলে বাস করিত। টাকি মাছরূপী সাপ দুইটা বউদের সম্মুখে পড়িল। বড় তিন বউ মাছ দেখিয়া বলিয়া উঠিল, আমাদের কাহারও সাধ পূরিল না, কিন্তু ছোট বউ যা মনে করিয়াছিল, তাই হ'ল। ছোট বউ হাসি হাসি মুখে মাছ দুইটী আঁচলে বাঁধিয়া লইল, বাড়ীতে আসিয়া ঢাকা দিয়া রাখিল। সাপ দুইটী বড় বিপদে পড়িল, মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিল। কিছু কাল পরে ছোট বউ আসিয়া ঢাকুনি তুলিল, আর সাপ দুইটী ফোঁস করিয়া উঠিল। মাছের বদলে সাপ দেখিয়া ছোট বউ

চমকিয়া উঠিল। তখন সাপ দুইটী মানুষের মত কথা কহিতে লাগিল, বলিল, গৃহস্থের বউ, ভয় নাই; আমাদের দুই ভাইকে পালন কর, যদি আমাদের কথা না রাখ, তবে তোমার সঙ্গে লাগিয়া থাকিব, সুযোগ পাইলে ছোঁ মারিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিব। ইহার পর সাপ দুইটী ছোট বউর নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিল। তাহাদের কাকুতি মিনতিতে তাহার মন ভিজিল, সে তাহাদিগকে অম্বল জলের হাঁড়িতে লুকাইয়া রাখিয়া দিল, খুব যত্ন করিয়া পালন করিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক দিন পরেই ছোট বউর পাকের পালা ফুরাইয়া গেল। ছোট বউ সাপ দুইটীকে বলিল, আমার পাকের পালা ফুরাইল এখন বড় বউর উপর পাকের পালা পড়িবে। এই বেলা তোমরা পলাইয়া যাও। নতুবা মানুষের হাতে পড়িয়া তোমরা মারা পড়িবে। সাপ দুইটী মাথা খুঁড়িয়া বলিতে লাগিল, তোমার স্নেহমাখা যত্নে আমাদের দিন বড় সুখে কাটিয়াছে, আমাদের আর কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা নাই। লোকের যাতায়াত নাই, এমন কোন স্থানে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখ। ছোট বউ তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, তাহাদিগকে ধানের বেড়ে লুকাইয়া রাখিল। এক দিন বাড়ীর কর্ত্তা ধান পাড়িতে গিয়াছেন, অমনি সাপ দুইটী ফোঁস করিয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তা ধানের বেড়ে সাপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, এই বেড়ে তোমরা কখন নিজে আসিতে পার নাই। কেহ তোমাদিগকে এখানে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার নাম খুলিয়া বল, তা না হ'লে এক লাঠিতে তোমাদিগকে মারিয়া ফেলিব। সাপ দুইটী প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছোট বউর নাম বলিল। ছোট বউর নাম শুনিয়া কর্ত্তা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, তোমরা

এখনি এই বাড়ী ছাড় আর এমুখো হইও না। সাপ দুইটী ছোট বউর যত্নে সবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা গৃহস্থের বাড়ী ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া গেল; বাড়ী যাইয়া মাকে বলিল, এক গৃহস্থের ছোট বউ আমাদিগকে খুব যত্ন করিয়া পালন করিয়াছিল, সে পালন না করিলে আমাদের প্রাণ যাইত; তুমি অনুমতি দাও, আমরা তাহাকে এখানে আনি। অহিরাজ মহিরাজের কথা শুনিয়া তাহাদের মা পদম কুমারী (পদ্মা বা পদ্মাবতী) বলিলেন, একি কথা, বাপু, দেবে মানবে ঘর, তাও কি কখন হ'তে পারে? এখন তোমরা তাহাকে সোহাগ করিয়া আনিবে, কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই লোভ আসিয়া তোমাদিগকে ঘেরিবে আর তোমরা এক ছোঁ মারিয়া তাহাকে প্রাণে মারিবে। গৃহস্থের ছোট বউ তোমাদের উপকার করিয়াছে, তোমরা তাহার প্রাণটা লইও না। অহিরাজ, মহিরাজ মার কথা শুনিল না, তাহারা ধরিয়া বসিল, গৃহস্থের ছোট বউকে আনিবার জন্য অনুমতি দিতেই হইবে। অবশেষে পদম্ কুমারী তাহাদের আব্দার এড়াইতে না পারিয়া ছোট বউকে আনিতে অনুমতি দিলেন।

অহিরাজ, মহিরাজ, দুই ভাই মানুষের আকার ধরিয়া তাহাকে আনিতে গেল। গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনাদের ছোট বউ আমাদের মাসতুতো বোন, আমরা তাহাকে নিতে আসিয়াছি। তাহাকে যাইতে অনুমতি করুন। তাহাদের কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইল। এতদিন হইল ছোট বউ ঘরে আসিয়াছে, কেহ ত কোন দিন তাহার ভাইয়ের নাম গন্ধও শোনে নাই, আজ কোথা হইতে ভাই হঠাৎ একবারে পাল্কী বেহারা লইয়া উপস্থিত। অহিরাজ, মহিরাজ বলিল, আমরা ছোট ছিলাম, মা বাপ কেহ ছিলেন না, বড় দুঃখে দিন গিয়াছে,

তাই দিদির তত্ত্ব করিতে পারি নাই, এখন বড় হইয়াছি, সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছি, তাই দিদিকে নিতে আসিয়াছি। বাড়ীর গিন্নি বড় ভালমানুষ ছিলেন, আর তিন বউ মা বাপের বাড়ী যায়, আমোদ আহ্লাদ করে; কিন্তু ছোট বউ বাপের বাড়ীতে আপনার বলিতে কেহ নাই বলিয়া মুখ ছোট করিয়া থাকে, এজন্য শাশুড়ীর মনেও কিছু কষ্ট ছিল। শাশুড়ী ছোট বউয়ের ভাইয়ের কথা শুনিয়া খুসি হইলেন, কাহারও ওজর আপত্তি মানিলেন না, ছোট বউকে ভাইয়ের বাড়ী যাইতে অনুমতি দিলেন। ছোট বউ বুঝিতে পারিয়াছিল, অহিরাজ, মহিরাজ, সাপ দুইটাই মানুষের আকার ধরিয়া তাহাকে নিতে আসিয়াছে। তাহাদের কথা শুনিলেও মৃত্যু, না শুনিলেও মৃত্যু; এই কারণে ছোট বউ বিনা আপত্তিতে তাহাদের সঙ্গে চলিল।

সমুদ্রের ওপারে সাপের দেশ। সমুদ্রের তীরে পৌঁছিলে অহিরাজ, মহিরাজ পাল্কী বেহারা বিদায় দিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিল। ছোট বউ সমুদ্রের ডাক শুনিয়া আর ঢেউ দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। অহিরাজ, মহিরাজ তাহার চোখে সাত ফের কাপড় বাঁধিয়া দিল, তাহাকে দু হাতে শক্ত করিয়া তাহাদের লেজ ধরিতে বলিল। ছোট বউ লেজ ধরিল, তাহারা সাঁতরাইয়া সমুদ্র পার হইতে আরম্ভ করিল, আর সমুদ্রের ওপারে যাইয়া তাহাকে কি কি করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিতে লাগিল। সাপ দুইটী ছোট বউকে লইয়া আপনাদের দেশে পৌঁছিল। ছোট বউ সাপের বাড়ীতে ঢুকিয়া প্রথমেই পিতা জগৎকারণ আর মাতা পদ্ম-কুমারীকে পিতৃমাতৃ সম্বোধন করিয়া প্রণাম করিল। এই অভিবাদনে তাঁহারা ছোট বউর উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন, সমুদয় নাগকে লোভ পরিত্যাগ করিতে বলিয়া দিলেন। ছোট বউ সাপের দেশে খুব যত্নে রহিল।

কয়েক দিন পর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি আসিল; মাতা পদম কুমারী পূজা লইতে বাহির হইলেন, বেয়াল্লিশ নাগকে সময়মত দুধ দিতে ছোট বউকে বলিয়া গেলেন। ছোট বউ কিন্তু খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই বেয়াল্লিশ নাগ বাড়ী আসিল, ক্ষুধার সময় দুধ না পাইয়া তাহারা তোলপাড় আরম্ভ করিল। ছোট বউ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গরম গরম দুধ বেয়াল্লিশ নাগের গর্ত্তে ঢালিয়া দিল। গরম দুধের তাপে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না; কাহারও মুখ পুড়িল, কাহারও লেজ খসিয়া পড়িল। মাতা পদম কুমারী পূজা লইয়া বাড়ী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বেয়াল্লিশ নাগ একসঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল। পদম কুমারী তাহাদিগকে যোর চামরের বাতাস দিলেন, কমুণ্ডলের জল ঢালিয়া দিলেন, তাহারা সারিয়া উঠিল। তাহারা ছোট বউকে মারিয়া ফেলিবার জন্য মার অনুমতি চাহিল, বলিল, এমন কাজ যে করিয়াছে তাহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলাই উচিত। মা কিন্তু অনুমতি দিলেন না, বলিলেন, আমি তখনই বলিয়াছিলাম, দেবে মানবে ঘর করিতে নাই। এখন আর কিছু করিতে পারিবে না, শাঁখা সিন্দুর শাড়ী দিয়া তাহাকে শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আইস। বেয়াল্লিশ নাগ আর কি করিবে, মার কথা ফেলিতে পারিল না, বলিল, তাহাকে প্রাণে মারিব না, কিন্তু সং সাজাইব। এক গাছা শাঁখা আধ খানা শাড়ি ও আধ কৌটা সিন্দুর দিব। মাতা পদম কুমারী ইহাতে স্বীকৃত হইলেন।

অহিরাজ, মহিরাজ ছোট বউকে শ্বশুরবাড়ীতে লইয়া চলিল। পদম কুমারী ছোট বউকে অহিরাজ, মহিরাজের প্রশংসা করিতে বলিয়া দিলেন, বলিলেন, যদি তুমি ইহাদের প্রশংসা না কর, তবে ইহারা তোমার অনিষ্ট করিবে। ছোট বউ শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তাহার এক গাছা শাঁখা, আধ খানা শাড়ী ও আধ কৌটা সিন্দুর দেখিয়া লোকে হাসিতে লাগিল। কিন্তু ছোট বউ লোকের উপহাস গ্রাহ্য করিল না, কথায় কথায় অহিরাজ, মহিরাজের প্রশংসা করিতে লাগিল। শ্বশুর পূজা করিতেছিলেন, শাশুড়ী তরকারী কুটিতেছিলেন, ভাশুর পুঁথি পড়িতেছিলেন, অহঙ্কারে ছোট বউ সমস্ত পা দিয়া ফেলিয়া দিল। তাঁহারা তাহার ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, নীরব হইয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন, "নেকারের বেটী ঠেকারী,—আধ অঙ্গে পরেছ, তাতেই এত; সব অঙ্গে পরিলে না জানি কি হ'ত?" ছোট বউ উত্তর করিল, অহিরাজ, মহিরাজ দুই ভাই বেঁচে থাক্, পদম কুমারী মা বেঁচে থাকুন, জগৎকারণ পিতা বেঁচে থাকুন, এবার পরেছি আধ অঙ্গে, আরবার পরব সব অঙ্গে। অহিরাজ, মহিরাজ ছোট বউর আধ অঙ্গ সাজাইয়া সঙের মত করিয়া দিয়াছিল; ইহাতেও ছোট বউ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহাদের প্রশংসা করিতেছে; ইহা দেখিয়া তাহারা তাহার সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া গেল, সব অঙ্গ পরিপাটীরূপে সাজাইয়া দিল। সকলে দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কিন্তু এবার ছোট বউ অহিরাজ, মহিরাজের একটাও প্রশংসার কথা মুখে আনিল না। ইহাতে তাহারা রাগিয়া উঠিল, ছোট বউকে মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে ঘাটের পারে ছোঁ ধরিয়া রহিল। ছোট বউর সঙ্গে তাহাদের দেখা হইল। অহিরাজ, মহিরাজ বলিল, এবার আমরা তোমাকে মারিয়া ফেলিব।

ছোট বউ বলিল, তোমরা আমাকে মারিবে? আচ্ছা, তোমরা আমার মাথায় উঠ, তোমরা আমার উপকার করিয়াছ; এখন মন্দ করিলে তাহাতে কি ফল, তাহা আমি পাড়া প্রতিবেশীকে

জিজ্ঞাসা করি, তাহা শুনিয়া তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, তাই করিও। সাপ দুইটী তাহার মাথায় উঠিল। ছোট বউ তাহাদিগকে মাথায় লইয়াই ক্রমে ক্রমে তিন বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিল, ভাল করে মন্দ করিলে কি হয়? সকলেই বলিল,

"ভাল করে মন্দ করে যে,
ভস্ম হয়ে মরে সে।"

শেষ বাড়ীর লোকে এই কথা বলিল, আর অহিরাজ, মহিরাজ ভস্ম হইয়া গেল। ছোট বউর করুণ হৃদয় তাহাদের জন্য কাতর হইল, সে পদ্মা পূজায় বসিল, পদ্মার বরে অহিরাজ, মহিরাজ বাঁচিয়া উঠিল। ছোট বউ বলিল, অহিরাজ, মহিরাজ আমার সঙ্গ ছাড়, আমি গৃহস্থের বউ, মরিকের ঘর, আমার এমন সাধ্য নাই যে, তোমাদিগকে প্রতিপালন করি। অহিরাজ, মহিরাজ আর কি করিবে, ছোট বউর সঙ্গ ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া গেল।

চাপড়ষষ্ঠী।

পদ্ধতি।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে চাপড়ষষ্ঠী ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। চাপড় অর্থ চাপটি, পূজার সময় চাপটি দিতে হয় বলিয়া এই ব্রতের নাম চাপড়ষষ্ঠী। সন্তানের মঙ্গল কামনাতেই আমাদের পুরনারিগণ চাপড়ষষ্ঠী ব্রত করিয়া থাকেন। ঝিঙ্গার চাকের উপর পিঠালীর চাক্তি এবং চাক্তির উপর সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া চাপটি প্রস্তুত করিতে হয়। এক এক জন ব্রতচারিণীর নিমিত্ত বিচনে ছয় ছয় খানি চাপটি পূজার স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রতচারিণীগণ তিল, কলা, গুড় ও পিঠালী

দ্বারা চাপটী প্রস্তুত করিয়া একখানি পাত্রে পূজার স্থানে প্রদান করেন। এ চাপটিও প্রত্যেকের নিমিত্ত ছয়খানি করিয়া দিতে হয়; কিন্তু প্রতিজনের জন্য পৃথক্ পাত্রের আবশ্যক নাই। টাট সংস্থাপন করিয়া তদুপরি দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

পূজান্তে নারিগণ ব্রতকথা শ্রবণ করেন। ব্রতকথা সাঙ্গ হইলে ঝিঙ্গার চাপটিগুলি জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। তাহার পর তিলের চাপটি দ্বারা জলযোগ করেন। ব্রতের দিন আমিষ ভক্ষণ করিতে নাই।

কথা।

কোন গ্রামে একজন সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পুকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া কীর্ত্তি রাখিতে মনন করিলেন। মজুরেরা মাটী কাটিতে আরম্ভ করিল, খুঁড়িতে খুঁড়িতে চার দিকে মাটী পর্ব্বতের মত হইল, পাতাল ছোঁ ছোঁ হইল, কিন্তু জলের দেখা পাওয়া গেল না। মজুরেরা আর কত মাটী কাটিবে? তাহারা বিরক্ত হইয়া উঠিল, মাটী কাটা ছাড়িয়া দিল। ব্রাহ্মণের ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা রহিল না। তিনি অন্ন জল পরিত্যাগ করিলেন, অন্য উপায় না দেখিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে হত্যা দিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, দেবতা তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তোমার এক মাত্র পৌত্রের রক্ত দান কর, তাহা হইলেই পুকুরের জল উদ্ধার হইবে। যদি তা না পার, তবে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার আশা ছাড়িয়া দেও।'

ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, হায়! আমি এমন কাজও করিতে পারিব না, পুষ্করিণীরও প্রতিষ্ঠা হইবে না। দেশ ভরিয়া আমার অপযশ রহিল। ব্রাহ্মণ এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণের

পুত্র বাড়ী ছিলেন না, তিনি বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, পিতা সর্ব্বদা বড় বিমর্ষ; তিনি তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি আর কি বলিব, আমার মনঃকষ্ট দূর করিবার সাধ্য কাহারও নাই। পুত্র পিতার কথায় নিরস্ত হইলেন না, সমস্ত শুনিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন, বলিলেন আপনার মনঃকষ্টের কারণ আমাকে বলিতেই হইবে। আমি প্রাণ দিয়াও আপনাকে সুখী করিব। ব্রাহ্মণ কিছুতেই পুত্রকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, সমস্ত খুলিয়া বলিলেন।

পিতার কথায় তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; খোকার হাসি হাসি মুখখানি মনে পড়িল, তিনি চক্ষু মুদিলেন, কিন্তু তখনি মন ঠিক করিলেন, পিতার তৃপ্তির জন্য পুত্রের প্রাণ দিতে সংকল্প করিলেন, বলিলেন, 'বাঁচিয়া থাকিলে অনেক পুত্র পাইব, এ পুত্র আপনি গ্রহণ করুন।' পিতা পুত্রের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রস্তাব পাগলের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, 'চির জীবন মনঃকষ্টে যায়, তাও স্বীকার। তথাপি আমি একমাত্র পৌত্রকে বলি দিতে পরিব না।' ব্রাহ্মণকুমার কিছু-তেই ছাড়িলেন না, পাহাড়ের মত অটল রহিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কথা অতি গোপনে রাখিলেন। তিনি মহা ধূমধামে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতে পৌত্রের রক্ত পুষ্করিণীতে দিলেন, আর চোখের পলকে সমস্ত পুষ্করিণী নির্ম্মল জলে ভরিয়া উঠিল। প্রতি-ষ্ঠার দিন দেশশুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। খোকার মা পাক করিতে ছিলেন। তিনি এ সর্ব্বনাশের বিন্দু বিসর্গও জানিলেন না। খোকাকে না দেখিয়া এক এক বার তাঁহার মন উতলা হইয়া উঠে, আর তিনি খোকাকে আনিয়া দিতে দাস

দাসীকে বলেন ; তাহারা তাঁহাকে নানা ছলে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিল। এই ভাবে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যাকালে সমস্ত কাজ সারিয়া খোকার মা বাহির হইলেন, দাসীকে বলিলেন, পুষ্করিণীর জলের প্রশংসা সকলেরি মুখে শুনি, চল নূতন পুকুরে স্নান করিয়া আসি ; স্নান ও হবে, জল কেমন হইয়াছে, তাহাও দেখা হবে। খোকার মা নূতন পুকুরে স্নান করিতে গেলেন। সে দিন ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী। খোকার মা দেখিলেন, পুকুরের জলে ষষ্ঠী পূজার ঝিঙ্গার চাপটি ভাসিতেছে। তিনি নিয়ম মত ষষ্ঠীর পূজা করিতেন, কিন্তু পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার ধুমে পূজার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন পূজার কথা তাঁহার মনে পড়িল ? পূজা বাদ পড়াতে তিনি মরমে মরিয়া গেলেন ; তখনি পূজায় বসিলেন, পূজান্তে ঝিঙ্গার চাপটী ভাসাইয়া দিলেন, ভাসাইয়া বলিলেন, "ঝিঙ্গার চাপটী যায় ভেসে, খোকা আসে হেসে হেসে।" এই কথা বলিবামাত্র ষষ্ঠীদেবী খোকাকে কোলে করিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাহাকে অনেক তিরস্কার করিয়া পুত্র ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'তোমার মত পোয়াতি আর দেখি নাই। প্রাতে তোমার খোকাকে কাটিয়া পুষ্করিণীতে রক্ত দিয়াছে সমস্তটা দিন গেল, তুমি একবারও খোঁজ লইলে না!' ষষ্ঠীর কথা শুনিয়া খোকার মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া পুত্র কোলে লইয়া ষষ্ঠীর জয় গায়িতে গায়িতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

লক্ষ্মী।

পদ্ধতি।

লক্ষ্মীব্রতই আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। ধন কামনায় পুরনারিগণ লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করেন। হিন্দুমাত্রেরই এ ব্রত অনুষ্ঠেয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিই দেবীর অর্চ্চনার দিন। হেমন্ত ঋতুর সমাগমে আমাদের গৃহ শস্যপূর্ণ হইতে থাকে। বঙ্গদেশে শস্যই প্রধান সম্পদ। তাই হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভেই বঙ্গনারী লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া সংবৎসরব্যাপী ধন ধান্য কামনা করেন। সন্ধ্যাকালই দেবীর পূজার সময়। পূজার দিন প্রাতঃকাল হইতেই নারিগণ সুন্দর আলিপনায় গৃহ গুলি সুশোভিত করিতে আরম্ভ করেন। লক্ষ্মীর পাঁড়া পেচক ও ধান-ছড়াই এ আলিপানার প্রধান অংশ। বড় ঘরে মধুম থামের (১) নিকট পূজার আয়োজন করা হয়। এই থামের গায় লক্ষ্মীনারায়ণ ও পেচকের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। মধুম থামের গোড়ে চৌকি পাতিয়া তদুপরি দেবীর পূজা করা হয়। চৌকির উপর ছয়টি খোনের ডোল এবং ডোলগুলির মধ্যস্থলে একটি খোনের বেড় স্থাপন করিতে হয়। বেড়ের ভিতরে শূকরদন্ত ও সিন্দূরের কৌটা এবং উপরে রচনার পাতিল রাখা হয়। পাতিলের গায়ে লক্ষ্মীর পাঁড়া ও ধানছড়া আঁকিয়া দেওয়া হইয়া

---

(১) যে গৃহে ধান চাউল জিনিষ পত্র রাখা হয়, তাহার নাম বড়ঘর। এই সব জিনিষ পত্র রাখিবার জন্য মাচা পাতা থাকে। মাচার সম্মুখেই একটি খুঁটী থাকে, এই খুঁটীর নাম মধুম থাম।

থাকে। লক্ষ্মীর সরা দিয়া রচনার পাতিল ঢাকিয়া দিবার নিয়ম। সরার উপরিভাগে লক্ষ্মী নারায়ণ ও পেচকের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। লক্ষ্মীর সরার উপর আধখানা নারিকেলের মালই দিতে হয়। পুরনারিগণ বলেন, এই নারিকেলের মালই কুবেরের মাথা।) পূজার চৌকির উপর ধান, যব, তিল, সরিষা, মাসকলাই, এই পঞ্চ শস্য ও সাত কড়া কড়ি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। নারিকেলের জল ও নারিকেলের নাড়ু লক্ষ্মী পূজার প্রধান ভোগ সামগ্রী। পুরনারিগণ লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে এই সব জিনিষের আয়োজন করিয়া থাকেন, ইহা ছাড়া অন্যান্য নানাবিধ ফল মূল, মুড়ি মুড়কি ও নাড়ু বড়ি প্রস্তুত করেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া যান, এবং বাড়ীর গৃহিণী বসিয়া পূজা করেন। পূজান্তে গৃহিণী ব্রতকথা বলেন। ব্রতকথা শেষ হইলে সকলে মিলিয়া কোজাগর করেন। কোজাগর আর কিছুই নহে, কেবল একটু নারিকেলের জল পান করা। বালকবালিকাগণ নিজবাড়ীতে কোজাগর করিয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে গমন পূর্ব্বক কোজাগর করিয়া থাকে; সঙ্গে সঙ্গে রসনার তৃপ্তিকর নানাবিধ সামগ্রীর ভোজনও ঘটে। লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন রাত্রিতে কেহই অন্নাহার করে না। পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহিণীকে অনাহারে থাকিতে হয়।

কথা।

এক ব্রাহ্মণকুমারের অবস্থা বড় খারাপ ছিল। তাহার দিনপাত চলিত না। কোন দিন বা এক মুঠা জুটিত, কোন দিন বা তাহাও জুটিত না। পরনে কাপড় নাই, পেটে অন্ন নাই, ব্রাহ্মণকুমার পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেন। একদিন সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়াও এক-মুঠা জুটিল না। মাথার উপর প্রখর

রোদ, পেটে দারুণ ক্ষুধা, ব্রাহ্মণকুমার পথে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। এই সময় লক্ষ্মীর পেঁচা সেখান দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। পেঁচা তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া থামিল, তাহার কি দুঃখ, তাহা খুলিয়া বলিতে কহিল। ব্রাহ্মণকুমার খুলিয়া বলিলেন। তাহার দুঃখ-কাহিনীতে পেঁচার বড় কষ্ট হইল। সে তাহাকে আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীব্রত করিতে কহিল, ব্রতের সমস্ত নিয়ম বলিয়া দিল। ব্রাহ্মণ তাহার কথামত ব্রত করিতে আরম্ভ করিল। পেঁচার অনুরোধে লক্ষ্মী তাহার ঘরে গেলেন। লক্ষ্মীর আগমনে ব্রাহ্মণকুমারের দুঃখ ঘুচিল। তাঁহার বরে ঘর বাড়ী, দীঘি পুকুর, দালান কোঠা, ধন দৌলত সব হইল। ব্রাহ্মণকুমার সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী।

পদ্ধতি।

সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যেই আমাদের পুরনারিগণ সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সঙ্কট ব্রত প্রকৃতই সঙ্কট পূর্ণ। মঙ্গলবার সঙ্কট ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে দুইবার এই ব্রত করিতে হয়। প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে একবার তার পর যে কোন্ মাসে আর একবার ব্রত করিতে হয়। অষ্ট সংখ্যক দুর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল (ঢেঁকীতে কোটা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষেধ, ব্রতচারিণীকে নিজ হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া লইতে হয়) সহ কদলী পত্র

ত্রিভুজাকারে ভাঁজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া উহাতে সিন্দুরের কোঁটা দিয়া লইতে হয়। এরূপ দুইটি সিঙ্গাইরের আবশ্যক। সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিবার সময় ডাণ হাত পায়ের ভাঁজে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। সিঙ্গাইর দুইটি প্রস্তুত হইলে নিকটবর্ত্তী দেবমন্দিরে পূজার জন্য প্রদান করা হয়। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়।

পূজান্তে ব্রতচারিণী রন্ধনে প্রবৃত্ত হন। রন্ধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে রন্ধনের সমস্ত সামগ্রী একত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। কারণ একবার রন্ধনে বসিলে আর সে স্থল পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না এবং অন্যের সাহায্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। রন্ধনের সময়ও ব্রতচারিণীকে ডাণ হাত পায়ের ভাঁজে আবদ্ধ রাখিতে হয়। এই ভাবে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করা বড় কঠিন। রন্ধন শেষ হইলেও তিনি রন্ধন স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না। সেই স্থানে বসিয়া ডাণ হাত আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাকে আহার করিতে হয়। এক জনের উপযোগী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রতচারিণীকে সমস্তই নিঃশেষ পূর্ব্বক আহার করিতে হয়; কণিকা মাত্রও ভোজনাবশিষ্ট রাখা নিষিদ্ধ। এই ব্রতে দুইটি সিঙ্গাইরের আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রতচারিণী একটী সিঙ্গাইর সযত্নে গৃহে রাখিয়া দেন। কিন্তু অপরটির চাউল দ্বারা আহারে বসিবার পূর্ব্বে জলযোগ করেন। আহারান্তে ব্রত-চারিণী হাত খুলিয়া দিয়া থাকেন। সধবা ব্রতচারিণীর পক্ষে আমিষ আহারই প্রশস্ত। রন্ধন কালে ব্রত চারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ব্রতকথা শ্রবণ করেন।

কথা।

এক রাজার ছিল সাত মহিষী। সাত মহিষীই ছিল বন্ধ্যা। ভুঁই মালী প্রতি দিন প্রাতে রাজবাটী ঝাঁট দিত। একদিন রাজা উঠিয়া দেখিলেন যে তখন ও বাড়ীতে ঝাঁটা পড়ে নাই। তিনি এই অনিয়ম দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; ভুঁই মালীকে তখনি ঘাড়ে ধরিয়া হাজির করিতে হুকুম দিলেন। দুই জন শিপাহী দৌড়াইল। ভুঁই মালী কাঁপিতে কাঁপিতে হাজির হইল। রাজা তাহাকে সময় মত না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে জোড়হাতে বলিল, মহারাজ ভয়ে বলিব কি নির্ভয়ে বলিব? রাজা তাহাকে সব কথা নির্ভয়ে খুলিয়া বলিতে আজ্ঞা দিলেন। মালী তখন জোড় হাতে কহিতে লাগিল; মহারাজ আপনি আট কুঁড়ে। রোজ প্রাতে সকলের আগে আপনার মুখ দেখিতে হয়, ইহাতে আমার কপালে কোন দিনই পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটে না, এই জন্য আজ প্রথমে খাইয়া পরে কাজে হাজির হইতে চাহিয়াছিলাম; তাই এত দেরী হইয়া পড়িয়াছে। ভুঁই মালীর কথা শুনিয়া রাজার মনে বড় ধিক্কার জন্মিল। তিনি বলিলেন, এ পাপ মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না। এই কথা বলিয়া তিনি শয়ন ঘরে দরজা দিলেন। লোক জনে কত সাধ্য সাধনা করিল; রাজা দরজা খুলিলেন না, হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

এই ভাবে দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন একজন সন্ন্যাসী রাজবাড়ীতে আসিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার বিশেষ দরকার আছে, আমি রাজার সঙ্গে দেখা করিব। লোক জনে বলিল, রাজার সঙ্গে দেখা হইবে না, আপনার যাহা আবশ্যক, বলুন, আমরা দিতেছি। সন্ন্যাসী কহিলেন, তাহা হইবে না, আমাকে রাজার নিকট লইয়া যাইতেই হইবে। ইহার অন্যথা

হইলে আমার শাপে রাজপুরী পুড়িয়া ছার খার হইবে। লোক জনে আর কি করিবে, রাজার ঘরের পাশে যাইয়া সমস্ত খুলিয়া বলিল। রাজা সন্ন্যাসীকে দ্বারের পাশে আনিতে অনুমতি দিলেন। সন্ন্যাসী আসিয়া কহিলেন, মহারাজ, বাহিরে আসুন, আপনি যাহার জন্য দেহ পাত করিতে বসিয়াছেন, আমি তাহাই দিতে আসিয়াছি। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া রাজা বাহিরে আসিলেন। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, আমি ঔষধ দিতেছি। ইহাতে এক এক রাণীর গর্ভে এক একটি পুত্র জন্মিবে, আপনি সাত পুত্র পাই-বেন, আমাকে একটি পুত্র দিতে হইবে। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে ভাবিলেন, আমার একটি পুত্রও নাই, সাত পুত্র পাইয়া এক পুত্র দিব, সে আর বেশী কি? তিনি সন্ন্যাসীর কথায় সম্মত হইলেন। সন্ন্যাসী ঔষধ দিলেন। রাজা রাণীদের নিকট ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। ছোট রাণী ঘাটে ছিলেন, তাড়া-তাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, ছয় রাণী তাঁহাকে ফেলিয়া ঔষধ খাইয়াছেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাকে ব্যাকুল দেখিয়া বড় রাণী বলিলেন, বোন, বৃথা দুঃখ করিও না এ পর্য্যন্ত কত কি ঔষধ খাইলাম, কত কি তাবিজ হাতে দিলাম; কোন ফল ত হইল না। এবারও যে কোন ফল হইবে তাহা ত মনে হয় না। তবে তোমার মন যদি প্রবোধ না মানে, তা হলে আমরা যে খলে ঔধষ বাঁটিয়া খাইয়াছি, সেই খলটা ধুইয়া খাও। ছোট রাণী আর কি করিবেন, অন্য উপায় না দেখিয়া তাহাই খাইলেন। সাত রাণীই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইলেন। রাজার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সময় মত সাত রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। রাজা পুত্র লাভের আশায় উৎফুল্ল হইলেন, বাদ্য ভাণ্ড হইতে লাগিল। ছোট রাণী প্রসব

করিলেন একটি শঙ্খ। বড় ছয় রাণীর জন্মিল পুত্র। কিন্তু কোন পুত্রই নিখুঁত নহে; সকলেরই কোন না কোন অঙ্গে খুঁত; কেহ কালা, কেহ বা খোঁড়া, কেহ বা আর কিছু। রাজা একে একে ছয় পুত্র দেখিলেন, ছোট রাণীর শঙ্খও দেখিলেন। রাজা বলিলেন, সকলেরই খুঁত আছে। তা হ'লেও তাহারা মানুষ বটে; কিন্তু একি, ছোট রাণীর পেটে শঙ্খ আসিল কোথা হইতে? ছোট রাণী কখনও মানবী নহে। তাঁহাকে পুরী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

বড় দুঃখে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। তিনি শঙ্খটির মায়া এড়াইতে পারিলেন না, সেটিকে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। ছোট রাণী বাহিরে কোন কাজে গেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, কড়ায় দুধ নাই, ঘরের জিনিস সব উলট পালট। এইরূপ প্রতিদিন হইতে লাগিল। তিনি ইহার কারণ বুঝিতে পারেন না; বহু চেষ্টাতেও কে এমন কাজ করে তাহা ধরিতে পারিলেন না। এক দিন তিনি ঘরের বাহির হইলেন না। অসুখের ভান করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, একটি সুকুমার শিশু শঙ্খের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সমস্ত দুধ খাইল, সমস্ত জিনিস উলট পালট করিয়া ফেলিল। ছোট রাণী সব দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। কয়েক দিন পর ছোট রাণী আর এক দিন ঘরের বাহির হইলেন না, সে দিন অসুখের ভান করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। এ দিনও পূর্ব্বমত ছেলেটি শঙ্খের ভিতর হইতে বাহির হইল। সে শঙ্খ ছাড়িয়া বাহির হইল আর ছোট রাণী ঝাঁ করিয়া শঙ্খটা জ্বলন্ত আগুনে ফেলিয়া দিলেন। ছেলেটি ছোট রাণীর কাণ্ড দেখিয়া কতক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন তার

পর কহিলেন, মা, আমি তোমারই সন্তান, শঙ্খ আমার রক্ষণ কবচ ছিল, সন্ন্যাসীর ভয়ে উহাতে লুকাইয়া থাকিতাম। শঙ্খ নষ্ট হইয়া গেল, এখন সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে দাবী করিলে আপনি ত আমাকে কিছুতেই রাখিতে পারিবেন না। ছোট রাণী এই কথা শুনিয়া বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন রাজকুমার বলিলেন, মা, কাতর হইবেন না, মন খাঁটী করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতে আরম্ভ করুন, তিনি অবশ্যই আমাদিগকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন। ছোট রাণী পুত্রের কথামত দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। ছোট রাণী শঙ্খের মধ্যে অপরূপ পুত্র পাইয়াছেন, একথা লোকের মুখে মুখে মুহূর্ত্ত মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। রাজা একথা শুনিবামাত্র পুত্র দেখিতে আসিলেন; পুত্র দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিলেন, আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন, বুটেশ্বর।

ছোট রাণীর দুঃখ ঘুচিল; রাজা তাঁহাকে বড় আদরে পুনরায় রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। কয়েক বৎসর চলিয়া গেল, সকলে সন্ন্যাসীর কথা ভুলিল; তখন এক দিন হঠাৎ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া মহাসমাদরে আসন ছাড়িয়া দিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রাজা মনে করিয়াছিলেন, সাত পুত্র হইতে এক পুত্র দিবেন, সে আর কত বড় কথা। কিন্তু সাত রাণীর সাত পুত্র, এক রাণীর কোল শূন্য করিতেই হইবে, একথা তখন তাঁহার মনে পড়ে নাই। সন্ন্যাসীর বাক্যে একথা তাঁহার মনে পড়িল, আর যেন তাঁহার সমস্ত শরীরে এক সঙ্গে আগুণ জলিয়া উঠিল। তিনি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট বসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে

লাগিলেন। রাজা আর উপায় নাই দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন্ রাণীর পুত্র নিবেন্? সন্ন্যাসী বলিলেন, ছোট রাণীর পুত্র বুটেশ্বর। সন্ন্যাসীর বাক্যে বৃহৎ রাজপুরীতে হাহাকার উঠিল। ছোট রাণী অন্ন জল ত্যাগ করিলেন। তাঁহার করুণ ক্রন্দনে বনের পশু পাখীও কাঁদিতে লাগিল। রাজকুমার বুটেশ্বর পিতা মাতাকে বলিলেন, সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া দিবার উপায় নাই। আমাকে বিদায় দিন, দেবীর কৃপা থাকিলে অবশ্যই ফিরিয়া আসিব। কিন্তু মার মন কিছুতেই মানে না; সন্ন্যাসীও কিছুতেই ছাড়েন না। অবশেষে বুটেশ্বরকে যাইতেই হইল। তিনি রাজপুরী অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন।

ছোট রাণী আধমরা হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রাজা শোকে জীর্ণ হইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী রাজকুমারকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। তাঁহার গৃহে কালী মূর্ত্তি স্থাপিত ছিলেন। মহা ধুম ধামে তাঁহার নিত্য পূজা হইত। সন্ন্যাসী গৃহে ফিরিয়া বুটে-শ্বরকে নানা কাজের ফরমাইস দিলেন। তার পর তিনি নিজে কোন কাজে বাড়ী ছাড়িয়া রওনা হইলেন, যাত্রা কালে বুটেশ্বরকে উত্তর দিকে যাইতে নিষেধ করিলেন। সন্ন্যাসীর নিষেধে তাঁহার বড় কৌতূহল জন্মিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না উত্তর দিকে গেলেন। সেখানে একটি কৌটায় সারি সারি ছিন্নমুণ্ড সজ্জিত ছিল। মুণ্ডগুলি বুটেশ্বরকে দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বুটেশ্বর তাহাদের হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল, আমরাও এক কালে রাজপুত্র ছিলাম; সন্নাসী আমাদিগকে দেবীর নিকট বলি দিয়াছে। অষ্টোত্তর একশত বলি হইলে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। একশত সাত বলি হইয়াছে, এক বলি মাত্র বাকী, তাহা তোমাকে দিয়া পূর্ণ করিবে।

দু এক দিনের মধ্যেই তোমারও আমাদের মত দশা হইবে; তাই তোমাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়াছি।

বুটেশ্বর তাহাদের কথা শুনিয়া ভীত হইল, মুক্তির কোন উপায় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। ছিন্নমুণ্ডগুলি বলিল, সন্ন্যাসীকে কোন উপায়ে বলি দিতে পারিলে মুক্তি পাইতে পার। কিছু দিন পরে সন্ন্যাসী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তার পর মহা ধুম ধামে দেবীর পূজা করিলেন, পূজা অন্তে বুটেশ্বরকে মায়ের নিকট প্রণাম করিতে বলিলেন, বুটেশ্বর কহিল, আমি রাজার বেটা রাজা, আমাকে সকলে প্রণাম করিয়াছে ছাড়া আমি কখনও কাহাকেও প্রণাম করি নাই। আপনি দেখাইয়া দিন, তার পর আমি প্রণাম করিব। তাঁহার কথায় সন্ন্যাসী যেমন প্রণাম করিলেন, অমনি বুটেশ্বর খড়্গ তুলিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সন্ন্যাসীর অত্যাচারে ছোট বড় সকলেই পীড়িত ছিল। সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে সকলেই আনন্দে জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল। সে দেশের রাজা বুটেশ্বরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়া প্রীতির পরিচয় দিলেন। রাজকুমার বউ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রাজপুরীতে আনন্দ কোলাহল উঠিল। ছোট রাণীর সুখের সীমা রহিল না। তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ দেখিয়া জীবন ধন্য করিলেন। রাজা সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। মঙ্গলচণ্ডীর মহিমা দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

উদ্ধার চণ্ডী।

পদ্ধতি।

অগ্রহায়ণ মাসে শনি বা মঙ্গলবারে উদ্ধার চণ্ডীব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পুরোহিত ইহার উপর চণ্ডী দেবীর পূজা করেন। দেবীর কৃপায় লোকে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করে বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে উদ্ধার চণ্ডী। ব্রতচারিণিগণ পূজার দিন প্রাতঃকালে প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য এক সের এক মুঠা করিয়া আমন ধান মাপিয়া নেন্; এতদ্ব্যতীত যত বাড়ীর মহিলা এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রত করিবেন, তত সের তত মুঠা ধান মাপিয়া লইতে হয়। এই শেষোক্ত ধান গৃহদেবতার জন্য। ধান মাপিয়া লইবার পর সেগুলি ভানিয়া চাউল করিতে হয়। তার পর এই চাউলের গুড়া প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা চিতই পিঠা তৈয়ার করা হইয়া থাকে। চাউলের গুড়া করিয়া ঝাড়িবার সময় চাউলের যে কণা বাহির হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা ব্রতচারিণিগণ পরমান্ন তৈয়ার করেন। উদ্ধার চণ্ডীর ব্রতোদ্দেশ্যে কোটা চাউলের কুড়াও ফেলিবার নহে। তাহা দ্বারা চাপটা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। গুড়া প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে চাউল ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক। ব্রতচারিণিগণ এই চাউল ভিজানি জলও ফেলিয়া দেন না। পূজান্তে ব্রত কথা শুনিবার পর এই জল পান করিয়া থাকেন। ফলতঃ তাঁহারা চাউল ভিজানি জল, চিতই পিঠা, পরমান্ন ও চাপটি দ্বারাই এ দিন ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করেন। ঐ সকল আহার সামগ্রী প্রস্তুত হইলে তিনভাগ করিয়া একভাগ গৃহ-দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া গৃহস্থ বালক বালিকা দাস

দাসীকে দেওয়া হয়। বাকী দুই ভাগ দ্বারা ব্রতচারিণিগণ ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।

কথা।

এক সদাগর বিদেশে বাণিজ্য করিতে রওনা হইলেন, বহু পথ অতিক্রম করিয়া এক রাজার রাজধানীতে পহুঁছিলেন। সদাগরের পহুঁছিবার পরেই রাজবাড়ীতে চুরি হইল। কোতওয়াল সদাগরকে নূতন লোক দেখিয়া চোর বলিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। রাজাও তাঁহাকে বিনা বিচারে কয়েদ করিতে হুকুম দিলেন। এক বুড়ী কয়েদিদের জল যোগাইত। এক দিন বুড়ী জল দিতে বিলম্ব করিল। জেল খানার ধারেই ছিল বুড়ীর বাড়ী। কয়েদিরা জলের জন্য তাহার বাড়ী গেল। বুড়ী তখন পূজা করিতেছিল। সদাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন দেবতার পূজা? বুড়ী বলিল, মা উদ্ধার চণ্ডীর পূজা। সদাগর জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পূজার কি ফল? বুড়ী বলিল, এ পূজা করিলে অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন হয়, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সদাগর এ কথা শুনিয়া পূজার সব নিয়ম জানিয়া লইল; কয়েদ হইতে খালাস পাইলে পূজা করিবেন বলিয়া মানস করিলেন।

সে দিন রাত্রে রাজা উদ্ধার চণ্ডীকে স্বপ্নে দেখিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ, মুখে ক্রোধের চিহ্ন। দেবী বলিলেন,, তুমি অন্যায় করিয়া সদাগরকে আটক রাখিয়াছ, মঙ্গল চাহত তাঁহাকে ছাড়িয়া দেও। রাজা পরদিন প্রাতেই সদাগরকে খালাস দিলেন; তার পর তাঁহাকে খেলাৎ দিয়া বিদায় করিলেন। তখন সদাগর দেবী উদ্ধার চণ্ডীর পূজা করিলেন। তারপর নানা দ্রব্যে ডিঙ্গা সাজাইয়া স্বদেশে

রওনা হইলেন। উদ্ধার চণ্ডী তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্য বুড়ীর বেশ ধরিয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নৌকায় কি বোঝাই? সদাগর উত্তর করিলেন, নৌকায় কি বোঝাই তাহা জানিয়া তোমার কি দরকার? বুড়ী তবু ছাড়িল না, বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শেষে সদাগর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, নৌকায় লতা পাতা বোঝাই। সদাগরের মুখ হইতে ঐ কথা বাহির হইবা মাত্র বুড়ী চোখের পলকে কোথায় চলিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে নৌকার সমস্ত জিনিস লতা পাতা হইয়া উঠিল, নৌকা তখনি ডুবিয়া গেল। সদাগর সমস্ত বুঝিতে পারিলেন; চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পুনর্ব্বার দেবীর পূজা করিলেন। পূজা পাইয়া দেবীর কৃপা হইল, সমস্ত দ্রব্য লইয়া ডিঙ্গা ভাসিয়া উঠিল। সদাগর মনের আনন্দে দেশে গেলেন।

মাতা পুত্রমুখ দেখিবার জন্য ছুটিয়া নদীর ধারে আসিলেন। সদাগর বলিলেন, মা, নৌকার কোন জিনিস ছুঁইবেন না। মা উদ্ধার চণ্ডীর কৃপায় সব হইয়াছে। আগে তাঁহার পূজা করুন, তার পর সকল জিনিস ঘরে তুলিবেন। সদাগর মাকে পূজার নিয়ম সব বলিয়া দিলেন। কিন্তু অল্প জিনিস দিয়া দেবীর পূজা করিতে তাঁহার মন সরিল না। তিনি অতিরিক্ত পরিমাণে জিনিস লইয়া দেবীর ভোগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সদাগরের মার বড় মানুষী দেখিয়া দেবীর অকৃপা হইল, বড় ঘরের চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। সদাগর বুঝিতে পারিলেন, দেবীর ভোগের আয়োজন পরিমাণ মত হয় নাই, তাই এ দশা ঘটিয়াছে। তখন তিনি হাত জোড় করিয়া দেবীর পূজা মানস করিলেন। আগুন নিবিয়া

গেল। দেবী উদ্ধার চণ্ডীর মহিমা দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। সদাগর মনের সুখে সংসার করিতে লাগিলেন।

কুলাই।

পদ্ধতি।

অগ্রহায়ণ মাসে রবি বা বৃহস্পতিবারে কুলাই ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পারিবারিক মঙ্গল কামনায় আমাদের পুরনারিগণ এই ব্রতে নিরত হয়েন। পূজার অঙ্গনে প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য এক খানি করিয়া কুলা আঁকিতে হয়। পিঠালীর গোলাই ইহার উপকরণ। কুলার ভিতর সতরটি করিয়া টঙ্কা আঁকিয়া তাহার প্রত্যেকটির উপর একটি কুলপাতা এবং তদুপরি তুলসী ও দুর্ব্বা দিতে হয়। ব্রতচারিণিগণ এইরূপ ভাবে কুলাগুলি সজ্জিত করিয়া তাহাদের উপর খই ও ছাতু ছড়াইয়া দেন; তাহার পর প্রত্যেকে এক খানি করিয়া বাঁশের কুলা পূজার অঙ্গনে আনয়ন করেন। এই সকল কুলার ভিতর একটি করিয়া পুত্তলিকা অঙ্কিত থাকে। ছাতু দ্বারা এই সকল পুত্তলিকা অঙ্কিত করা হয়। পূজার স্থান সজ্জিত হইলে পুরোহিত ঘট স্থাপন করিয়া কুলাই দেবীর পূজা করেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ব্রতচারিণিগণ ব্রতকথা শ্রবণ করেন। এদিন অন্নাহার নিষিদ্ধ।

কথা।

কুলাই, মুলাই, দুই ভাই ছিলেন অজ্ঞাত দেবকুমার। লোকে তাঁহাদের পূজা করিত না। দুই ভাই রাখালের বেশে মাঠে মাঠে

ফিরিতেন। একদিন তাঁহারা নদীর ধারে এক নৌকার মাঝির নিকট একটু তামাক চাহিলেন; তামাক চাহিবার সময় গান গাইয়া মাঝির অনেক নেক্‌নাম (প্রশংসা) করিলেন।

এঙ্‌ মাটী চ্যাঙ্‌।
রাখাল কি ব্যাঙ্‌॥
রাখাল ভ্যাঙ্গাতে পড়ে গেল সেউতি।
সেউতির কড়ি নয় নয় বুড়ি॥
এক কড়ি দুই কড়ি কড়িওলা ভাই।
আমাকে ঠকাইয়া গেলে মা গঙ্গার দোহাই॥
মা গঙ্গা পাঁচ পীর থাকেন মধুপুর।
তাঁহার হিসাব নিবে দরিয়ার উপর॥
চাল দিবে দাল দিবে আর দিবে কি।
বত্তর আলী নামে দিবে সোয়া সের ঘি॥
সোণার খাটে বসে মাঝি রূপার খাটে পা।
দুই মুড়া দিয়া পড়িতেছে শ্বেত চামারের বা॥
খাটা খাটা লাও গুলি ঘন ঘন গুড়া।
মাঝির কোমরে দেখি সোণার ঘুঙ্গুরা॥

তাঁহারা মাঝির এত নেক্ নাম করিয়া তামাক চাহিলেন, কিন্তু তাহার মন ভিজিল না সে তামাক দিল না। তামাক না পাইয়া দুই ভাই গরম হইয়া উঠিলেন, একবার দেবশক্তির পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহাদের শাপে তখনি নৌকা খানি ডুবিয়া গেল। মাঝি মাল্লা সকলে মিলিয়া হায় হায় করিয়া উঠিল। কুলাই, মুলাই দুই ভাই তীরে দাঁড়াইয়া বলি-

(১) এখনও রাখাল বালকেরা এই গান গাইয়া মাঝিদের নিকট হইতে তামাক আদায় করিয়া থাকে।

লেন, কুলাই, মুলাই দেবের পূজা মানস কর, নৌকা ভাসিয়া উঠিবে। তাহারা কুলাই, মুলাই দেবের পূজা মানস করিল, দেখিতে দেখিতে নৌকা ভাসিয়া উঠিল। কুলাই, মুলাইর মাহাত্ম্য চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ক্ষেত্র।

পদ্ধতি।

পুরনারিগণ সন্তানের মঙ্গল কামনায় অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক মঙ্গলবারে ক্ষেত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূজার অঙ্গনের মধ্য স্থলে একটি বিন্নার ছোবা গাড়িয়া তাহার নিকটে টাট সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি পূজা করিতে হয়। প্রত্যেক ব্রত-চারিণী বিন্নার ছোবার তিন পার্শ্বে সাতটি করিয়া বেগুনপাতায় ছাতু ও খৈ দেন। চাউল ও তিল ভাজা একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ছাতু প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিন্নার ছোবার পার্শ্বে যত জন ব্রতচারিণী তত খানি কুলা রাখিয়া দিতে হয়। এই সকল কুলার উপর ছাতুর দ্বারা একটি করিয়া পুত্তলিকা অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। পুত্তলিকার উপর খৈ ছিটাইয়া দিতে হয়। এইরূপে পূজার অঙ্গন সজ্জিত হইলে পুরোহিত বিন্নার ছোবার নিকট বসিয়া ক্ষেত্র দেবের পূজা করেন। পূজা শেষ হইলে ব্রতকথা শ্রবণ করিবার নিয়ম। তার পর ছাতুসহ বেগুণ পাতা গুলি বড় ঘরের চালের উপর ফেলিয়া দিতে হয়। ব্রতের দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ।

কথা।

ক্ষেত্র, মলঙ্গ, দুই ভাই মাঠে মাঠে ফিরিতেন। অজ্ঞাত দেব-পুত্র বলিয়া কেহ তাঁহাদের পূজা করিত না। এক ছিল রাখাল। তাহার মা ছাড়া এ সংসারে আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। রাখাল গরু চরাইয়া সংসার চালাইত। মা তাহার কাপড়ের খোঁটে ছাতু ও জল পান মাইঠানির (প্রাতর্ভোজন) জন্য বাঁধিয়া দিতেন। কিন্তু এ ছাতু ও জলপান রাখালের ভোগে এক দিনও আসিত না। ক্ষেত্র আর মলঙ্গ পেটের জ্বালায় তাহার খাবার কাড়িয়া খাইতেন। রাখাল বাড়ী আসিয়া রোজ রোজ মার নিকট এই কথা বলিত। কে এই কাজ করে, তাহা দেখিতে এক দিন মা মাঠে গেলেন। এ দিনও ক্ষেত্র আর মলঙ্গ রাখালের খাবার কড়িয়া লইয়া খাইতে বসিল। বিধবা তাহা দেখিয়া বলিল, বাপু সকল, তোমরা কেন গরীবের মুখের খাবার কাড়িয়া নেও? তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা দেবসন্তান, কিন্তু কেহ আমা-দিগকে পুঁছে না, আমরা পেটের জ্বালায় এ কাজ করি। তুমি আমাদের পূজা কর, তোমার মঙ্গল হইবে। বিধবা বলিল, আমি বড় গরীব, আমার দিনপাত চলে না, পূজার কড়ি কোথায় পাইব? তাঁহারা কহিলেন, এই বিন্নাছোবার গোড়া খোঁড়, এখানে যাহা কিছু পাইবে লইয়া যাও। বিধবা তাহাদের কথা মত বিন্নাছোবার গোড়া খুঁড়িল, সেখানে এক হাঁড়ি সোণা পাইল। বিধবা মহা ধুম ধামে ক্ষেত্র আর মলঙ্গের ব্রত আরম্ভ করিল। অচিরে মা বেটার শ্রী ফিরিয়া গেল। রাখাল, দেশের মধ্যে দশ জনের এক জন হইয়া দাঁড়াইল। এক ঠকে রাজার নিকট ঠকানি করিল, রাখাল সোণা চুরি করিয়া সঙ্গতি করি-য়াছে। রাজা তাহাকে তলব দিলেন। রাখাল আসিয়া ক্ষেত্র

আর মলঙ্গের কথা আগা গোড়া নিবেদন করিল। রাজা তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষেত্র ব্রত করিবার জন্য রাজ্য মধ্যে ঢোল পিটিয়া দিলেন।

বুড়া ঠাকুরাণী।

পদ্ধতি।

অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গলবারে বুড়া ঠাকুরাণীর ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বুড়া ঠাকুরাণীর পোষাকী নাম বন দুর্গা। বনে জন্ম বলিয়াই এই নাম হইয়াছে। বনদুর্গা দুর্গার সন্তান। দুর্গার বরে বুড়া ঠাকুরাণী ছেলে মেয়ের পিছনে পিছনে ফিরিবার অধিকার পাইয়াছেন। আমাদের দেশের পুরনারিগণের বিশ্বাস যে, বুড়া ঠাকুরাণী কোন ছেলের পিছনে লাগিলে তাহার নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এজন্য পুরনারিগণ বুড়া ঠাকুরাণীর প্রীতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক মঙ্গলবারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে শ্যাওড়া গাছের এক খানা ডাল গাড়িয়া লইতে হয়। হলুদ চূণে ছোপান একখণ্ড ন্যাকড়া উহার উপরে দিতে হয়। এই ন্যাকড়া খণ্ডের নাম ধক্‌ধকে। পুরনারিগণ কলার ডাইগা খণ্ড খণ্ড ভাবে কাটিয়া লইয়া তদুপরি পিঠালীর দ্বারা সলিতার মত করিয়া তিন পেঁচ দিয়া থাকেন। প্রথম পেঁচ সাদা, দ্বিতীয় পেঁচ লাল ও তৃতীয় পেঁচ হলুদে হওয়া আবশ্যক! ইহার নাম শাঁখা। শাঁখাই ব্রতের প্রধান উপকরণ। যত জন ব্রত চারিণী, তত যোড়া শাঁখা দিবার

নিয়ম। ব্রত চারিণিগণ কলার মাইজে করিয়া নানাবিধ জল পান প্রদান করেন। এই সকল জল পান ভূঁমালীর প্রাপ্য। পূজার স্থানে ঐ সকল সামগ্রী সন্নিবিষ্ট হইলে শ্যাওড়া গাছের নিকট পুরোহিত পূজা আরম্ভ করেন। পূজা শেষ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রতের দিন ব্রতচারিণীর পক্ষে অন্নাহার নিষিদ্ধ। বুড়া ঠাকুরাণী ও ক্ষেত্র উভয় ব্রত সাধারণতঃ একদিনেই সম্পন্ন করা হইয়া থাকে।

নাটাই।

পদ্ধতি।

অগ্রহায়ণ মাসে তিনবার নাটাই দেবীর পূজা করিতে হয়। রবিবার নাটাই ব্রতের দিন। সময় সন্ধ্যা কাল। নাটাই বিবাহ কর্ত্রী। এ জন্য পুরনারিগণ পুত্র কন্যার বিবাহ কামনায় নাটাই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। বিবাহ কি পদার্থ, তাহা বুঝিবার বয়স যে সকল বালক বালিকার হয় নাই, নাটাই ব্রতে তাহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। সাতটি তুলসীর পাতা, সাতটি কচুর পাতা, সাত গাছ দুর্ব্বা ও সাত খান চাউলের চাপটি এই গুলি নাটাই পূজার উপকরণ। সাত খান চাপটির চারি খানা লুইনা ও তিন খানা আলুইনা করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যতজন বালক বালিকা তত সাতটী তুলসীর পাতা, কচুর পাতা, দুর্ব্বা ও চাপটির আবশ্যক। তুলসী ও কচুর পাতা এবং দুর্ব্বা গুলি চালুনের উপর কলার মাইজে সজ্জিত করিয়া পূজার স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। গৃহ প্রাঙ্গনই দেবীর পূজার স্থান। পূজার স্থান

বিচিত্র আলিপনায় সুশোভিত করা হয়। আলিপনার মধ্য স্থলে একটি পুকুর কাটিয়া তাহার পার্শ্বে ঘট স্থাপন পূর্ব্বক দেবীর পূজা করা হয়। বাড়ীর গৃহিণীই দেবীর পূজা করেন। পুরোহিতের আবশ্যকতা নাই। আহারাদি সম্বন্ধে ও কোন নিয়ম নাই। গৃহিণীকেও পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয় না। পূজান্তে বালক বালিকা গণ ব্রত কথা শ্রবণ করিয়া চাপটি ভোজন করে। লুইনা এবং আলুইনা, উভয় বিধ চাপটিই এক সঙ্গে মিশাইয়া ফেলা হয়। ভোজন কালে যে বালক বা বালিকা প্রথমেই আলুইনা চাপটি মুখে দিতে পারে, তাহার বিবাহ নিকট-বর্ত্তী হয়, এই রূপ বিশ্বাস আমাদের অন্তঃপুরে চলিয়া আসিতেছে। তুলসী ও কচুর পাতা এবং দুর্ব্বাগুলি পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই জলে ভাসাইয়া দিতে হয়।

কথা।

এক ছিল সদাগর। তাহার ছিল একটি পুত্র, একটি কন্যা। সদাগরের সংসারে দুঃখের ছায়া পড়িল; হঠাৎ তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। সদাগর শোকে পাগল হইলেন; কিন্তু সময়ে শোক মন্দা হইয়া আসিল, সদাগর আবার বিবাহ করিলেন।

এ স্ত্রীর নাম ছিল দুঃশীলা। দুঃশীলার গর্ভে সদাগরের একটি পুত্র একটি কন্যা জন্মিল। দুঃশীলা নিজের ছেলে মেয়ে লইয়া থাকিত। মা মরা ছেলে মেয়ে দুইটাকে দুই চোখে দেখিতে পারিত না। সদাগর ইহা বুঝিতে পারিতেন, তাই তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বিদেশে বাণিজ্যে যাইতেন না। কিন্তু ঝিনুক দিয়া মাপিলে রাজার গোলাও ফুরায়। সদাগরের আয় নাই, ব্যয় আছে, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার সংসারে অনাটন দেখা দিল। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বিদেশে যাইবার আয়োজন করিলেন,

বড় ছেলে মেয়ে দুইটির কথা বার বার করিয়া দুঃশীলাকে বলিলেন। দুঃশীলা প্রতিবারেই উত্তর করিল, তাহারাই আগে, আমার নিজের ছেলে মেয়ের চেয়েও আদরের, আমি তাহাদিগকে খুব যত্ন করিব, তুমি স্বচ্ছন্দে বিদেশে যাও। সদাগর তাহার প্রকৃতি জানিতেন, এ কথায় বড় বিশ্বাস করিলেন না, গোপনে মুদিকে বড় ছেলে মেয়ের জন্য খোরাকির টাকা দিলেন। তার পর তাহাদিগকে দুঃশীলার হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া বিদেশে রওনা হইলেন।

সদাগর নৌকা ভাসাইলেন, অমনি দুঃশীলা এক খানা কাপড় ছিড়িয়া দু খানা করিয়া বড় ছেলে মেয়ে দুইটীকে পরিতে দিল। তার পর তাহাদিগকে ছাগল চরাইতে মাঠে পাঠাইল। তাহারা দুই ভাই বোনে রোজ মাঠে যাইত, সারা দিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিত। তখন দুঃশীলা তাহাদিগকে যত সব ছ্যাচড়া পোড়া খাইতে দিত। ছেলে মেয়ে দুটী আর কি করিবে, তাহাই খাইতে বসিত, কিন্তু তাহাদের পেটের ক্ষুধা পেটে থাকিত, এক দিনও পেট ভরিত না। অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের কষ্টের কথা জানাজানি হইয়া পড়িল। তখন সদাগরের বন্দোবস্ত মত মুদি তাহাদিগকে রোজ গোপনে গোপনে দই চিড়া খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। দুঃশীলা ছেলে মেয়ে দুইটিকে অনাহারে শুকাইয়া মারিতে চাহিয়া ছিল; কিন্তু মুদির যত্নে তাহারা বেশ তেল কুচকুচে হইয়া উঠিল। দুঃশীলা ইহার কারণ কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল যে, হয়ত দুই ভাই বোনে ছাগল রাখিবার সময় অন্য কাহারও বাড়ীতে খাইয়া আসে। তখন সে আপনার ছেলে মেয়েকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল;

এক দিন বিনাদোষে তাহাদিগকে ধরিয়া মারিল। তাহারা গোস্বা করিয়া বড় ভাই বোনের সঙ্গে বনে ছাগল চরাইতে গেল। বড় দুই ভাই বোন শিশু, তাহারা অত কি বুঝে, ছোট দুই ভাই বোনকে সঙ্গে লইয়া মুদি দোকানে খাওয়া দাওয়া করিল, তার পর সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

দুঃশীলা নিজের ছেলে মেয়েকে তাহারা কোন খানে কিছু খাইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা একে একে সব বলিয়া ফেলিল। ক্রোধে দুঃশীলার দুই চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে তখনি কোমর বাঁধিয়া মুদিবাড়ী বিবাদ করিতে গেল। তাহার কথার চোটে মুদিও জ্বলিয়া উঠিল, ক্রোধ সামলাইতে না পরিয়া সদাগরের টাকা ফেলিয়া দিল। পরদিন মা মরা ছেলে মেয়ে দুইটির দুঃখের অবধি রহিল না, তাহারা ক্ষুধায় ডল ডল হইয়া মাঠে মাঠে জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরিতে লাগিল; জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরিতে ফিরিতে একটী গাছ দেখিতে পাইল। এই গাছ ছিল লাল টুক টুকে ফলে ভরা। ভাই বোনে এই ফল পাড়িয়া খাইল। এ ফলের স্বাদ অমৃতের মত মিঠা। তাহাদের দুঃখ ঘুচিল, তাহারা রোজ এই ফলে ক্ষুধা মিটাইতে লাগিল। দুঃশীলা মনে করিয়াছিল, এবার ছেলে মেয়ে দুইটি শুকাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহারা দিন দিন তাজা হইতে লাগিল। দুঃশীলা হিংসায় জ্বলিতে আরম্ভ করিল। এবার আবার কি ব্যাপার, তাহা দেখিবার জন্য এক দিন কৌশল করিয়া নিজের ছেলে মেয়েকে তাঁহাদের সঙ্গে দিল।

তাহারা ছোট ভাই বোন দুইটিকে সঙ্গে করিয়া সমস্ত দিন মাঠে মাঠে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইল। বিমাতার নিকট আবার ধরা পড়িবার ভয়ে বড় দুই ভাই বোন গাছের দিকে গেল না

কিন্তু সন্ধ্যার সময় ক্ষুধায় অধীর হইয়া পড়িল। ভাইটি কোন রকমে সঁহিয়া রহিল, কিন্তু ছোট বোনটি কাঁদিয়া ফেলিল। তখন ভাইটি আর কি করিবে, গাছের ফল পাড়িয়া সকলকে দিল। দুঃশীলার ছেলে মেয়ে বাড়ী ফিরিয়া সব কথা বলিয়া দিল। ছেলে মেয়ের কথা শুনিয়া সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কোমর বাঁধিয়া ঝাঁটা হাতে গাছের নিকট গেল। তাহার দারুণ ক্রোধ দেখিয়া ফল গুলি ভয়ে ভিতরে ভিতরে কাল হইল! পর দিন ভাই বোনে আবার ছাগল চরাইতে গেল, ক্ষুধার সময় গাছের নিকট আসিল; কিন্তু হায়! ফল পাড়িয়া দেখিল, ভিতরে সব অঙ্গার! ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া দুই ভাই বোনে অধীর হইয়া ফিরিতে লাগিল। খুব জোরে ঝড় বৃষ্টি আসিল, চারি দিক অন্ধকার হইয়া উঠিল। অন্ধকারে ছাগল দুইটি যেন কোথায় হারাইয়া গেল। বিমাতার ভয়ে ভাই বোনে আর বাড়ী গেল না, জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় তাহারা অদূরে শুনিল মঙ্গল ধ্বনি; সেখানে স্বর্গের বিদ্যাধরীরা নাটাই দেবীর পূজা করিতেছিলেন। ভাই বোনে জিজ্ঞাস করিল, কি ব্রত ইহার নাম, কিবা ফল ইহাতে? তাঁহারা উত্তর করিলেন, এ ব্রত করিলে সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, ইহার নাম নাটাই ব্রত। তখন ভাই বোনে নাটাই দেবীর পূজা মানস করিয়া বলিল, বাবা দেশে ফিরিয়া আসিলে আমাদের দুঃখ ঘুচিলে নাটাই দেবীর পূজা করিব। তখন হারাণ ছাগল আসিয়া মিলিল। সদাগর সেই রাত্রিতেই বড় ছেলে মেয়েকে স্বপ্নে দেখিলেন; স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি পর দিন প্রাতেই বাড়ী রওনা হইলেন। বড় ছেলে মেয়ের বিবাহ ঠিক করিয়া পাত্র পাত্রী সঙ্গে লইলেন। সদাগরের ডিঙ্গা আসিয়া

সদাগরের স্ত্রী ও মাথাল গাছ (৪৮ পৃষ্ঠ
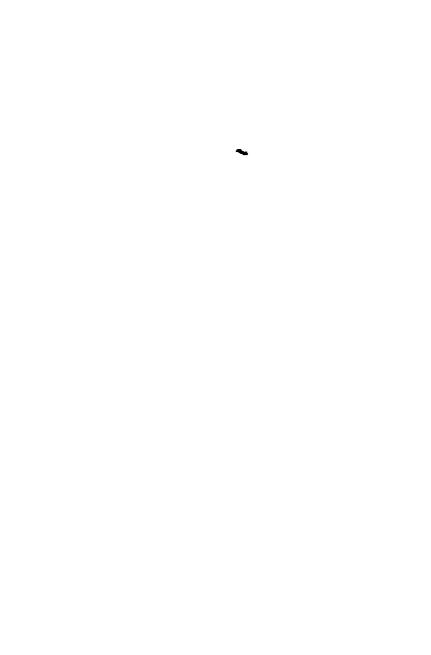
ঘাটে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার ছেলে মেয়ে নদীর ধারে ধারে ঘুরিতেছিল আর পেটের জ্বালায় মাঝি মাল্লাদের ফেলে দেওয়া ভাত ও চিড়ার কণা মুখে দিতেছিল। সদাগর দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। সদাগরের আদেশে মাঝিরা তাহাদিগকে নৌকায় লইয়া আসিল। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখে সদাগরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহাদের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বিমাতার অত্যাচারের কথা সব একে একে বলিল। সদাগর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া ছেলে মেয়েকে লুকাইয়া রাখিয়া বাড়ী গেলেন; বাড়ী পহুঁছিয়া স্ত্রীর নিকট বড় ছেলে মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, তাহারা আমাকে মারিয়া ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। সদাগর বলিলেন, তাহারা গিয়াছে, আপদ গিয়াছে, তাহাদের জন্য আমার ভাববার প্রয়োজন নাই। তুমি খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ কর। খাওয়া দাওয়া শেষ হইল, তখন সদাগর বড় ছেলে মেয়ে বাহিরে আনিলেন, স্ত্রীকে খুব তিরস্কার করিলেন। সদাগর খুব ঘটা করিয়া ছেলে মেয়ের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন।

দুঃশীলা হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে বিবাহ হইল। সদাগরের কন্যা বিবাহের গোলে পড়িয়া নাটাই ব্রত করিতে ভুলিয়া গেল। ফুল-শয্যায় বসিয়া উলুধ্বনি শুনিয়া তাহার ব্রতের কথা মনে পড়িল। সে তখনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বরণ ডালায় পিছুনি পিছুনি ভাঙ্গিয়া চাপটী তৈয়ার করিল, তার পর পূজা করিয়া ব্রতকথা কহিল, চাপটী খাইল। জামাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কি হল? সদা-

গরের কন্যা বলিল, নাটাই চণ্ডীর পূজা হল। জামাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ব্রতে কি ফল হয়? সদাগরের কন্যা বলিল, লোকের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। জামাতা বলিল, আমি বাড়ী যাবার সময় তোমার সমস্ত গহনা বাটায় পূরিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই গহনা পাওয়া গেলে নাটাই দেবীর মাহাত্ম্য বুঝিব।

জামাতার যে কথা, সেই কাজ। জামাতা বাড়ী যাবার সময় সমস্ত গহনা চাহিলেন। সদাগরের কন্যা দাসীর হাতে গহনার বাটা দিল; নাটাই চণ্ডীর নাম লইয়া জলে ফেলিয়া দিতে বলিল। জামাতা তাহাই করিলেন এবং বউ লইয়া বাড়ী আসিলেন। বউর গায় গহনা না দেখিয়া সকলে 'আই আই ছাই ছাই" করিতে লাগিল। বৌভাতের দিন মাছ পাওয়া গেল না, জেলেরা জাল ফেলিয়া ফেলিয়া হয়রান হইল। বউ নাটাই চণ্ডীর নাম লইয়া জাল ফেলিতে বলিল। জেলেরা তাহার কথা মত নাটাই চণ্ডীর নাম লইয়া জাল ফেলিল আর খুব একটা বড় বাঘা বোয়াল পাওয়া গেল। এত বড় মাছ কোটে কাহার সাধ্য? বউ বলিল, আমি কুটিব। বউ ঘরে দরজা দিয়া নাটাই চণ্ডীর নাম লইয়া মাছ কুটিতে বসিল। মাছের পেট হইতে গহনার বাটা বাহির হইয়া পড়িল। বউ গহনা পরিয়া মাছ কুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। তাহার গাভরা গহনা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। সকলে বলিল, বউর দৈব ক্ষমতা আছে। বউ তখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। নাটাই চণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না।

মূলাষষ্ঠী।

পদ্ধতি।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পুরনারিগণ মূলাষষ্ঠী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই ব্রতে মূলার প্রাধান্য বলিয়াই মূলাষষ্ঠী নাম হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য ছয়টি মূলা, ছয়টি পান ও ছয়টি কলার আবশ্যক। পান লম্বালম্বি দু ভাঁজ করিয়া তন্মধ্যে সুপারি পুরিয়া খড়িকা দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এইগুলি ষষ্ঠীপূজার বায়না। পূজাস্থলে ধৌত আতপ চাউল এবং ছয় প্রকার আনাজ প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুরনারিগণ সুদৃশ্য আলিপনায় পূজার অঙ্গন চিত্রিত করেন। আলিপনার মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ চিত্রিত হইয়া থাকে। ব্রতচারিণিগণ বৃক্ষমূলে একটি পুতা (শিল, নোড়া) সংস্থাপন করিয়া তদুপরি ষষ্ঠীর আবির্ভাব কল্পনা করেন। পূজা অন্তে ব্রতকথা আরম্ভ হয়।

ষষ্ঠীপূজার দিন ব্রতচারিণীর পক্ষে আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। পূজায় প্রদত্ত আতপ চাউল ও আনাজ দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহাই আহার করিতে হয়। ব্রতকথা সাঙ্গ হইলে প্রত্যেক ব্রতচারিণী চার চারটি করিয়া মূলা, কলা ও পান কোচে লইয়া দণ্ডায়মান হন। একজন ব্রতচারিণী অপর একজন ব্রতচারিণীর কোচে দুইটি মূলা, দুইটি কলা ও দুইটি পান প্রদান করেন। যাঁহার কোচে দেওয়া হয়, তিনি আবার নিজ কোচ হইতে দুইটি করিয়া মূলা, কলা ও পান দেন। ইহার নাম ষষ্ঠী ব্রতের বায়না বদলি। ব্রত শেষ হইলে ব্রতচারিনিগণ পুতাটি নাভি ও কপালে স্পর্শ করেন।

কথা।

এক ব্রাহ্মণ আর এক ব্রাহ্মণী এক গ্রামে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণী এক পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গেলেন। ব্রাহ্মণ আর বিবাহ করিলেন না, পুত্র বড় হইলে তাহার বিবাহ দিয়া বউ ঘরে আনিলেন। বউ বড় সুশীলা, তাহাতে আবার কর্ম্মিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ সুখে সংসার করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ যখন যাহা বলেন, বউ তখনি তাহা করেন, কোন কাজে আলস্য নাই।

ব্রাহ্মণ একদিন বউকে বলিলেন, মা, আজ আমার এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিব, যত্ন করিয়া পাক শাক করিবেন। ব্রাহ্মণ মাছ ও মাংস আনিয়া দিলেন। বউ পরিপাটী করিয়া সমস্ত পাক করিলেন, পাক করিয়া দাসীকে চাকিতে দিলেন। মাংসের ঝোলে নুন মরিচ মশলা, সব ঠিক মত হইয়াছিল; দাসী চাকিতে চাকিতে সমস্ত মাংস নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। বউ দাসীর কাজ দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, শ্বশুর কি বলিবেন, নিমন্ত্রিতের পাতে কি দিবেন, ভাবিয়া ভাবিয়া আকাশ পাতাল কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

দাসী তাঁহাকে কাতর দেখিয়া বলিল, ভয় কি, আমি এখনি মাংস আনিয়া দিতেছি, সেই মাংস পাক কর, সকলে আহার করিয়া ধন্য ধন্য করিবে। বউ তখনি তাহাকে মাংস আনিয়া দিতে বলিলেন। দাসী আর কোথায় মাংস পাইবে, নিষিদ্ধ মাংস আনিয়া দিল। বউ না বুঝিয়া তাহাই হাঁড়িতে চড়াইয়া দিলেন। সে মাংস আর সিদ্ধ হয় না। বেলা ফিরিয়া পড়িল, শ্বশুর ঘন ঘন তাগাদা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, আজ কি হইল, কোন দিন ত এমন হয় না, আজ বন্ধুর নিকট লজ্জা পাইলাম। তাঁহার কথায় বউর মুখ কচুর পাতার মত শুকাইয়া

গেল। তিনি দাসীকে বলিলেন, কিসের মাংস আনিয়া দিলে, এ যে সিদ্ধ হয় না, বেলা ফিরিয়া পড়িল, কোন সময় ভাত দিব, তাহার ঠিক নাই, লজ্জায় আর বাঁচি না। বউর কথা শুনিয়া দাসী মাংসে পেঁয়াজ আর রসুনের রস দিতে বলিল।

দাসীর কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, দাসী দায়ে পড়িয়া নিষিদ্ধ মাংস আনিয়া দিয়াছে। এখন উপায় কি, কি করিলে দুকূল রক্ষা পায়,—ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমার এ লজ্জা রাখিবার স্থান নাই, পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে লুকাই। কিন্তু তাঁহার অনুরোধে পৃথিবী দ্বিধা হইলেন না। বউ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উভয় কূল রক্ষা করিবার জন্য একটি উপায় ঠিক করিলেন, দাসীকে পিছল করিয়া আহারের জায়গা করিয়া দিতে বলিলেন। শ্বশুর আর তাঁহার বন্ধু আহারে বসিলেন। বউ পরিবেশন করিবার সময় পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলেন। অন্ন ব্যঞ্জন সব ছড়াইয়া পড়িল। বধূ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ বউকে চেতন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অনেক কষ্টে তাঁহার দাঁত খুলিল। খাওয়া দাওয়া সব পণ্ড হইয়া গেল। বউ তখন কিসের মাংস আনা হইয়াছিল, খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন, দাসীর মুখে সমস্ত শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; তাঁহার করুণ হৃদয় গলিয়া পড়িল। তিনি ষষ্ঠীর পূজা করিতেন, পূজার ফুল জল দিলেন। মরা জন্তুটি বাঁচিয়া উঠিল।

পাটাই (পাষাণ)।

পদ্ধতি।

পাটাই ব্রতোপলক্ষে নানারূপ পিষ্টক ও পরমান্নের আয়োজন করা হয়। পাটাই ব্রতের দিন সমাগত হইলে মিষ্টান্নলোলুপ বালক বালিকার আনন্দের অবধি থাকে না। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল-চতুর্দ্দশী তিথিতে পাটাই দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ দ্বিপ্রহরে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সন্ধ্যাকালেই ব্রত করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। পাটাই দেবীর পোষাকী নাম বন দুর্গা। বিন্নার পাতা ও কলার কাতরা পাটাই দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের উপকরণ। দুই হাত পরিমাণ লম্বা করিয়া জটা পাকাইতে হয়। এই জটা গৃহ-প্রাঙ্গনে মাটীতে গাড়িয়া নানা রূপ ফুলে সজ্জিত করা হইয়া থাকে। এই জটাই বন দুর্গার মুর্ত্তি। এক এক জন ব্রতচারিণীর নিমিত্ত এক একটি জটার আবশ্যক। জটাগুলি গৃহ-প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সন্নিবিষ্ট করিবার নিয়ম। প্রত্যেক পাটাই চতুর্দ্দিকে মাটীতে চালের গুঁড়া ছিটাইয়া দিতে হয়। দেবীর ভোগের নিমিত্ত নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন, নানারূপ পিষ্টক ও পরমান্ন প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। অন্ন এবং আড়াই ব্যঞ্জন দ্বারা ভোগ দিবার নিয়ম। কিন্তু তদতিরিক্ত ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদির আয়োজন গৃহিণিগণ সাধ্যমত করিয়া থাকেন। কলার মাইজ ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে ভোগের অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি দেবীর পার্শ্বে আনয়ন করা নিষিদ্ধ। ভোগের সমস্ত সামগ্রীই ভূঁমালীর প্রাপ্য। এই রূপে পূজার

স্থল সজ্জিত হইলে পুরোহিত ঠাকুর পূজা করিতে আরম্ভ করেন। পূজা সম্পন্ন হইলে ব্রতকথা শ্রবণ করিতে হয়।

ব্রতচারিণিগণ এদিন ষষ্ঠীদেবীর ভোগের জন্যও পৃথক্ আয়োজন করিয়া থাকেন। পাটাই ব্রত নির্ব্বাহিত হইবার পর ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নিরামিষ অন্ন ব্যঞ্জন পিষ্টক পরমান্ন নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়, এই সকল অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনশালাতেই সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। সেখানেই দেবীর উদ্দেশ্যে তৎসমুদায় উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। পরদিন অতি প্রত্যুষে ভূঁমালী পাটাইগুলি নদী বা অন্য কোন জলাশয়ের ধারে গাড়িয়া রাখিয়া আসে। রাত্রি প্রভাত হই-বার পর গৃহ-প্রাঙ্গণে পাটাই দেখা অশুভকর। এজন্য কাহারও নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই ভূঁমালী পাটাইগুলি অপসৃত করে। ব্রতচারিণিগণ ব্রত অন্তে ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া ষষ্ঠীদেবীর ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্বে অনাহারে থাকিতে হয়। পূজার দিন ব্রতচারিণীর পক্ষে তৈলসেক নিষিদ্ধ।

কথা।

এক গৃহস্থের বউর বড় লোভ ছিল, ভাল খাবার জিনিস দেখিলেই তাহার জিহ্বায় জল পড়িত। বউ কোন মতেই লোভ সংবরণ করিতে পারিত না, সকল জিনিসের আগ খাইত; এমন কি, দেবতার ভোগের জিনিসও মানিত না। শাশুড়ী যদি জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে সে বলিত, বিড়ালে খাইয়াছে। বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন, এই মিথ্যা অপবাদে তাহার বড় ক্রোধ হইত। সে বউর নামে দেবী ষষ্ঠীর নিকট নালিস করিত। এই কারণে বউর প্রতি দেবীর কৃপা ছিল না,—তাহার সন্তান বাঁচিত না। বউ মৃতবৎসা, শাশুড়ীর মনঃকষ্টের সীমা ছিল না। তিনি ষষ্ঠীর

কৃপাভিক্ষা জন্য তাঁহার নিকট যাইতে সংকল্প করিলেন, বহুকষ্টে দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শাশুড়ী দেবীর নিকট হত্যা দিয়া পড়িলেন, বলিলেন, আপনার কৃপা না হইলে আমি এখানে আত্মহত্যা করিব। তাঁহার কাতর ভাব দেখিয়া দেবীর দয়া হইল। তিনি বলিলেন, তোমার বউ সমস্ত খাবার জিনিসের, এমন কি, দেবতার ভোগের জিনিসের আগ খাইয়া থাকে, বউর এই প্রবৃত্তি ছাড়াও, তাহার মৃতবৎসা দোষ ঘুচিবে। শাশুড়ী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু বউর প্রবৃত্তি শোধ্রাইবার কোন উপায় করিতে পারিলেন না, যে উপায় করেন, তাহাই বিফল হইয়া যায়।

অবশেষে পাষাণ-চতুর্দ্দশী আসিল। বউকে শোধ্রান যায় কি না, তিনি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে সংকল্প করিলেন; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় স্থির করিলেন; তেল কালি দিয়া কাপড় সিদ্ধ করিলেন, এই সব কাপড় ধুইতে বউকে ঘাটে পাঠাইলেন। এ কাপড় সহজে সাফ্ হইল না, বউও শীঘ্র বাড়ী আসিতে পারিল না। এ দিকে শাশুড়ী তাড়াতাড়ি আড়াই ব্যঞ্জন ভাত রাঁধিয়া পাটাই দেবীর পূজা করিলেন, পূজা করিয়া উলু দিলেন, উলু শুনিয়া বউ আর ঘাটে স্থির থাকিতে পারিল না, কাপড় চোপড় ফেলিয়া বাড়ী আসিল।

কিন্তু বউ বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বেই দেবীর ভোগ হইয়া গিয়াছিল। ভোগের আগ খাইতে না পারায় তাহার আড়াই হাত জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল। শাশুড়ী সে জিহ্বা মধুর থামে জড়াইয়া ধরিলেন, আট আঙ্গুল মাপিয়া রাখিয়া বাকিটা কাটিয়া ফেলিলেন, বউর দোষ শোধরাইয়া গেল। সে পূর্ব্ব কথা মনে করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল; ঘরের কোণে বসিয়া

রহিল, আর কাহাকেও মুখ দেখাইবে না, প্রতিজ্ঞা করিল। শাশুড়ীর আনন্দ আর ধরে না, তিনি অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বউর লজ্জা দূর করিলেন। কিছু দিন পর তাহার এক পুত্র জন্মিল। সেই শিশু জীবিত রহিল। ইহাতে ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল মর্ম্ম পীড়া পাইল; সে নবশিশুকে ঘাড়ে কামড় দিয়া দেবীর নিকট লইয়া গেল। দেবী বলিলেন, গৃহস্থের বউর দোষ দূর হইয়াছে, আমি আর তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না, তুমি ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাও।

দেবীর কথা শুনিয়া শিশু হাত জোড় করিয়া বলিল, মা আমি দেবলোকে আসিয়াছি, আর মর্ত্ত্যে যাইব না। দেবী উত্তর করিলেন, ইহা হইতে পারে না, বিনা দোষে গৃহস্থের বউর পুত্র আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। তোমার মা যদি ষষ্ঠী ব্রতের দিন তোমার গায় হাত তোলে, আবার তোমার বিবাহ কালে মুখ চন্দ্রিকার সময় নবীনা বধূ যদি জিও সহস্র না বলে, তবে সেই অপরাধে আমি তোমাকে এখানে লইয়া আসিব। ষষ্ঠীর কথায় শিশু মর্ত্ত্যে যাইতে স্বীকৃত হইল। বিড়াল তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া আসিল। গৃহস্থের বউ সব কথা স্বপ্নে জানিতে পারিল। ষষ্ঠী ব্রতের দিন পুত্র অশিষ্টতার এক শেষ করিত; কিন্তু গৃহস্থের বউ কিছুই বলিত না, নীরবে সমস্ত দৌরাত্ম্য সহ্য করিত। তারপর বিবাহের সময় আসিল; মাতা ভাবী বধূকে পূর্ব্বেই সমস্ত শিখাইয়া রাখিল। পুত্র দেবীর কথা স্মরণ করিয়া মুখ চন্দ্রিকার সময় বারবার হাঁচিতে লাগিল। বধূও পূর্ব্বশিক্ষামত প্রত্যেক হাঁচিতে বলিল,—

জিও জিও শ্বশুর নন্দন,
যাহার প্রতাপে পরি মালা আর চন্দন।

পুত্রের দেবলোকে গমন করা হইল না; গৃহস্থের বউ পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সুখে সংসার করিতে লাগিল।

লক্ষ্মী-নারায়ণ।

পদ্ধতি।

অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন লক্ষ্মীনারায়ণের ব্রতের সময়। কিন্তু যদি কেহ কোন কারণে এক দিন ব্রত করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি মাঘ অথবা বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে যে কোন রবিবার উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ ব্রতের অনেক সাজ সরঞ্জাম। পিঠালী দিয়া জামরূলের আকারে দুইটি পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকটির মস্তকে সতের গাছ দুর্ব্বাদ্বারা চূড়ার পার্শ্বে হাতে খোঁটা একটি চাউল গাড়িয়া দিবার নিয়ম আছে। এই পুত্তলিকা দুইটির নাম দেবরাজ ও শুভরাজ। যত জন ব্রতচারিণী, ততটি দেবরাজ শুভরাজের আবশ্যক। পুরোহিত এই সব দেবরাজ ও শুভরাজ টাটের উপর সংস্থাপণ করিয়া লক্ষ্মী নারায়ণের উদ্দেশ্যে পূজা করেন। পূজার সময় টাটের এক পার্শ্বে সাতটি মেটে গাছার উপর সাতটি মেটে মল্লিকা ও অপর পার্শ্বে সাতটি মেটে খুটি মুছি সজ্জিত করিয়া মল্লিকা গুলিতে তেল সলিতা প্রদান পূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ব্রতচারিণীগণ খুটি মুছি গুলি দুগ্ধপূর্ণ করিয়া দেন। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন পূজা করিলে ব্রতচারিণীগণ সাদা দৈলা (১)

(১) চাউলের গুঁড়া দিয়া ছোট বিচাকলার আকারে প্রস্তুত পিঠার নাম দৈলা।

ও দুগ্ধপক্ক দৈলা দ্বারা উদর পূর্ত্তি করেন, অন্য কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করেন না। দৈলা দুধে জ্বাল করিবার সময় যতজন ব্রতচারিণী ততটি সুলিগুলিও জ্বাল দেওয়া হয়। পিঠালী দিয়া পিঠাকুমারের গোটার মত করিয়া সুলিগুলি প্রস্তুত করা হয়। উহার ভিতর হাতে খোঁটা কুড়িটি করিয়া চাউল ভরিয়া দিবার নিয়ম আছে। ব্রতচারিণিগণ আহারের পূর্ব্বে সুলি-গুলি দিয়া জলযোগ করেন। কিন্তু মাঘ অথবা বৈশাখ মাসে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করিলে আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত রূপ কোন হাঙ্গামা করিতে হয় না। তাঁহারা ব্রতের দিন কেবল মাত্র সিদ্ধ পোড়া ভাত আহার করেন। পূজা শেষ হইলে ব্রত কথা শ্রবণ করেন, ব্রতকথা অন্তে আহার করিতে বসেন।

কথা।

কোন গ্রামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার সংসারে ছিল কেবল দুই কন্যা। বড় কন্যার নাম অমুনা, ছোট কন্যার নাম যমুনা। ব্রাহ্মণের ছিল নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষা। লোকে বলিত, অমুনার চেয়ে যমুনার বুদ্ধি বেশী। এক দিন যমুনা বলিল, দিদি, বাবা, নিত্য আনেন, নিত্য খান, কোন দিন, দৈব দুস্করে বাহির হইতে না পারিলে আমাদিগকে না খাইয়া থাকিতে হইবে, বাবা যা আনেন, তাহাতে এক মুঠা করিয়া রাখিয়া দিলে সময়ে অসময়ে উপকার দিবে। ছোট বোনের কথা মত অমুনা রোজ এক মুঠা করিয়া চাল ধান রাখিয়া দিতে লাগিল।

এক দিন ব্রাহ্মণ বলিলেন, মা, আজ অনেক দূর যাব, কোন বাড়ী হ'তে কিছু চাল ধার করিয়া আন, চারটি পাক

করিয়া দেও। আজ দুপুরে আর বাড়ী আসিব না। যমুনা বলিল, আমরা গরীব, আমাদিগকে কে ধার দিবে, দেখ ঘরে কিছু আছে কি না? ভাঁড়ে এক সের মাত্র চাল ছিল, অমুনা তাহাই রাঁধিল। দরিদ্রের ক্ষুধা বেশী। ব্রাহ্মণই সমস্ত ভাতগুলি নিঃশেষ করিলেন। মেয়ে দুইটির জন্য আর কিছু রহিল না। দুপুর গড়িয়া পড়িল। দুই বোনে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উঠিল। যমুনা বলিল, আমাদের ঘরে অবশ্যই আর কিছু আছে। ভাঁড়ে একসের ধান মিলিল। অমুনা ধান গুলি রোদে শুকাইতে দিল। এক ঝাঁক পায়রা আসিয়া দেখিতে দেখিতে সব ধানগুলি খাইয়া ফেলিল। যমুনা পায়রাগুলি ধরিতে গেল। সব গুলি পায়রা উড়িয়া গেল। কেবল একটা বুড়া পায়রা ধরা পড়িল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ধরিয়া রাখিয়া কি লাভ? একটি চাল, একটি ধান ভাঁড়ে রাখিয়া দেও। যমুনা বুদ্ধিমতী, বুড়া পায়রাটাকে ছাড়িয়া দিল। তার পর অমুনাকে লইয়া কলমীশাক আনিতে ডোবায় গেল। তাহাদের স্পর্শে কলমী শাক শুকাইয়া উঠিল। তখন তাহারা কলমীশাক ছাড়িয়া ধান আনিতে মাঠে গেল। তাহাদের স্পর্শে মাঠের যত ধান মরিয়া গেল।

দুই বোনে ক্ষুধার জ্বালায় মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে এক বিজন বনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে বিদ্যাধরীগণ লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করিতেছিলেন। যমুনা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কাহার পূজা? এ পূজার ফল কি? তাঁহারা বলিলেন, আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করিতেছি; এ পূজা করিলে সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তখন যমুনা মানস করিল, আমাদের

দুঃখ ঘুচিলে লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করিব। তাহারা ব্রত মানস করিয়া বাড়ী মুখে ফিরিল। এবার তাহাদিগকে দেখিয়া মরা ধান শ্যামল শ্রী ধরিল, শুষ্ক কলমী লতা পাতা আর ফুলে শোভিল। ভাঁড়ে একটি ধান, একটি চাল মাত্র ছিল। তাহারা বাড়ী আসিয়া দেখিল, ভাঁড় ধান চালে পূরিয়া রহিয়াছে।

এই দিন ব্রাহ্মণের ভিক্ষাও দশগুণ মিলিল; সৌভাগ্যের সূচনায় দুই বোনের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহাদের ভক্তি বাড়িয়া উঠিল, তাহারা ভক্তিভরে নিত্য লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করিতে লাগিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের কৃপায় দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের দালান কোঠা, দীঘি পুকুর, তালুক মুলুক সব হইল। সুখের সীমা রহিল না। এক দিন যমুনা বলিল, বাবার পুত্র সন্তান নাই, আমরা কন্যামাত্র, বাবার বংশ রক্ষার উপায় কি? বাবার আবার বিবাহ করা উচিত। ইহার পর হইতেই দুই বোনে মিলিয়া বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণের বাড়ীর নিকটেই রাজবাড়ী। রাজা অন্তঃপুরে যাইতেন না। বার বৎসর পর তিনি এক দিন অন্তঃপুরে গেলেন। রাজকন্যা তাঁহার নিকট আসিলেন। রাজা দেখিলেন, তাঁহার বয়স হইয়াছে; বিবাহের সময় চলিয়া গিয়াছে। সময় মত বিবাহ না দেওয়ায় তাঁহার মন অনুতাপে পুড়িতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, পর দিন প্রাতে প্রথম যাহার মুখ দেখিবেন, তাহার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিবেন। রাজার এই প্রতিজ্ঞার সময় যমুনা সেখানে ছিল। সে সব কথা শুনিয়া আহ্লাদে আট খানা হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী ফিরিবার পর দিন প্রাতে রাজার শয়ন ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য পিতাকে বলিল। প্রথমে ব্রাহ্মণ কিছুতেই বিবাহ

করিতে চাহিলেন না, কহিলেন, বিবাহ করিলে বিমাতা তোমা-দিগকে যন্ত্রণা দিবে, আমি রাগ সহ্য করিতে পারিব না। আমি পুত্র চাই না, বেশ আছি। অমুনা যমুনা কিছুতেই ছাড়িল না, বার বার জেদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অগত্যা বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন, পর দিন প্রাতে রাজার শয়ন ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন, আর সকলের আগে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিতে পাইলেন। তিনি ব্রাহ্মণের হাতে রাজকন্যা দিলেন। অমুনা, যমুনার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। কিছু দিন পরে রাজকুমারীর এক পুত্র সন্তান জন্মিল। অমুনা, যমুনার আনন্দ আর ধরে না; তাহারা ভাইয়ের নাম রাখিল লক্ষ্মীপ্রসাদ; বড় যত্নে লক্ষ্মীপ্রসাদ লালিত পালিত হইতে লাগিল। ক্রমে লক্ষ্মী প্রসাদ বড় হইয়া উঠিল। হাটিতে শিখিল। এক দিন অমুনা যমুনা পূজা করিতেছিল; লক্ষ্মীপ্রসাদ পূজার খুটি মুছি ফেলিয়া দিল। তাহারা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য মাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। রাজকুমারী ইহাতেই হিতে বিপরীত বুঝিলেন, রাগ করিয়া বসিয়া রহিলেন; তিনি বাড়ী ছাড়িয়া এক প্রতিবাসীর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। কুলোকের মন্ত্রণায় এক গুণ ক্রোধ চতুর্গুণ হইল।

পূজা শেষ হইলে দুই জনে প্রতিবেশীর বাড়ী গেলেন, সেখানে বিমাতাকে কত সাধ্য সাধনা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহার গোসা ভাঙ্গিল না? তিনি অভিমান করিয়া বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ী ছিলেন না, তিনি বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কত যত্ন করিলেন, কত জোড় হাত করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। ব্রাহ্মণও ছাড়েন না, স্ত্রীর

রাগও যায় না। অবশেষে রাজকুমারী বলিলেন, যদি অমুনা, যমুনাকে বাড়ী হতে তাড়াইয়া দেও, তবে আমি বাড়ী যাব!

এই কথায় ব্রাহ্মণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন লক্ষ্মি-রূপিণী ভক্তিমতী মেয়ে দুইটিকে তাড়াইয়া দিবার কথা ভাবিতেও তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের এ কাতর ভাব অধিকক্ষণ রহিল না, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে তুষ্ট করিবার জন্য অমুনা, যমুনাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন! ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া কহিলেন, অমুনা, যমুনা, চল, তোমাদের মাসীর বাড়ী যাই। যমুনা বলিল, দিদি, আমাদের কোন দিন মাসী নাই, আজ হঠাৎ মাসীর বাড়ী আসিল কোথা হইতে? বিমাতার বুদ্ধিতে বাবা আমাদিগকে বনবাস দিতেছেন। চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই; কপালে যাহা লেখা আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু যে অবস্থাতেই পড়ি না কেন, লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা ছাড়িব না। পূজার খুটি মুছি আঁচলে বাঁধিয়া লও।

ব্রাহ্মণ অমুনা, যমুনাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সরল পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরিলেন। এই পথে হাটিতে হাটিতে অমুনা, যমুনার পা কাটিয়া গেল, রক্ত পড়িতে লাগিল। তাহারা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, বলিল, বাবা একটু বিশ্রাম করুন। অমুনা যমুনা বিশ্রাম করিতে বসিল; আর ঘুমে তাহাদের দু' চোখ ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিল; তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। এই সুযোগে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। অমুনা, যমুনা কিছু কাল পরে জাগিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণ সেখানে নাই। অমুনা চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল, এইত রক্তের দাগ, বাবাকে নিশ্চয়ই বাঘে খাইয়াছে। যমুনা বলিল, না দিদি, বাবাকে বাঘে খায় নাই। এ ত রক্ত নহে, আলতার গোলামাত্র। বাবা আমাদিগকে বন-

বাস দিয়াছেন। ছলনা করিবার জন্যই রক্তের মত দাগ রাখিয়া গিয়াছেন। দুই জনে গালে হাত দিয়া সেই খানে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, চারি দিকে অন্ধকার হইয়া পড়িল, বাঘ ভালুক ডাকিতে লাগিল। দুই জনে একটা গাছকে বলিল, আমরা দুই জনে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবিকা, যদি মনঃপ্রাণে তাঁহার সেবা করিয়া থাকি, তবে তুমি দু ফাঁক হও, রাত্রির জন্য তোমার ভিতর লুকাইব। এই কথা বলিতে না বলিতে গাছটি দু ফাঁক হইল। দুইবোন সেই ফাঁকের ভিতর বসিয়া রাত্রি কাটাইলেন। বাঘ ভালুকে আর কিছু করিতে পারিল না। রজনী প্রভাত হইলে দুইবোনে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করিতে আরম্ভ করিল। পূজা সাঙ্গ হইল লক্ষ্মী-নারায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাহাদের নিকট আসিলেন, বলিলেন, মা, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার এ সংসারে কেহ নাই; বোধ হইতেছে তোমাদেরও কেহ নাই, আমার ইচ্ছা আমারা তিন জনে এখানে এক সঙ্গে বাস করি। অমুনা, যমুনা স্বীকৃত হইল; ব্রাহ্মণ একখানি কুড়েঘর তৈয়ার করিলেন, দুই বোনে সেখানে ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে এক রাজা আর তাঁহার মিত্র সেই বনে শিকারে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিস্তর লোক লস্কর ছিল। পরিশ্রমে রাজার বড় পিপাসা হইল, তিনি লোক জনকে জল আনিতে হুকুম দিলেন। তাহারা জল আনিতে গেল, কিন্তু সহজে জল মিলাইতে পারিল না। তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে অমুনা যমুনার কুটীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। অমুনা যমুনার নিকট জল চাহিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জল দিতে বলিলেন। তাহারা দুই ঝারি জল আনিল, ব্রাহ্মণের কথা মত ঝারিতে দুজনের দুগাছি চুল বাঁধিয়া দিল। লোক জন ঝারি দুইটি রাজার নিকট লইয়া

গেল। রাজা আর তাঁহার মিত্র এই জল পান করিলেন। বলিলেন, এমন ঠাণ্ডা আর মিঠা জল ত কখনও খাই নাই। যাহার যাহার পিপাসা হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এই জল পান করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, এত লোকে জল পান করিল, তবু জল ফুরাইল না।

রাজা আর তাঁহার মিত্র ঝারি দুইটি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দু গাছি চুল তাঁহাদের চোখে পড়িল। এমন সুচিক্কণ সুদীর্ঘ কাল চুল তাহারা আর কখনও দেখেন নাই। যাহার চুল এমন সুন্দর, নাজানি সে কেমন রূপসী, এই ভাবিয়া তাঁহারা বড় কৌতূহলী হইলেন। তাঁহারা দুই বোনের কুটীরে গেলেন, তাহাদের অপরূপ রূপে তাঁহাদের চোখ ঝলসিয়া গেল। শুভলগ্নে রাজার সঙ্গে অমুনার আর রাজমিত্রের সহিত যমুনার বিবাহ হইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন।

স্বামিগৃহে যাইবার সময় যমুনা বলিল, দিদি পূজার খুটি মুছি ফেলিয়া যাইওনা, আঁচলে বাঁধিয়া লও। দুই বোনে আঁচলে খুটি মুছি বাঁধিয়া লইল। পর দিন প্রাতে অমুনা যথারীতি লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজায় বসিল। সকলে পূজার সামান্য আয়োজন দেখিয়া আই আই ছাই ছাই করিতে লাগিল। রাজরাণীর পূজা, নহবৎ বাজিবে, লুচি সন্দেশের ছড়া ছড়ি হইবে, লোক জনে ভূরি ভোজন করিবে, এইরূপ নানা জনে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। অমুনার বড় লজ্জা হইল। সে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা ছাড়িয়া দিল। ইহাতে লক্ষ্মী-নারায়ণের ক্রোধ হইল, অলক্ষ্মী রাজপুরীতে প্রবেশ করিল,—হাতিশালে হাতি মরিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরিল, লোক লস্কর পলাইয়া গেল; রাজার দুর্দ্দশার একশেষ হইল।

একদিন রাজা মিত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, মিত্র, তুমি আর

আমি উভয়েই অরণ্যবাসিনী কন্যা বিবাহ করিলাম, তোমারই বা সুখ সম্পদ বাড়িয়া চলিয়াছে কেন, আর আমারই বা এ দুর্দ্দশা কেন? আমার মনে হয় অরণ্যবাসিনী কন্যাই যত অনিষ্টের গোড়া। আমি তাহাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়াছি, তাহাতে আবার তাহার একটি পুত্র জন্মিয়াছে, এই কারণে এত দিন কিছু বলি নাই, কিন্তু এখন আর সহ্য করিতে পারি না, তাহাদের রক্ত দর্শন করিব। তুমি তাহাদিগকে কাটিয়া রক্ত আন। রাজমিত্র রাজাজ্ঞা শুনিয়া হাসিমুখ বিষের মত করিয়া বাড়ী গেলেন, যমুনাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। যমুনা, অমুনা ও তাহার ছেলেটিকে মালী বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়া কুকুরের রক্ত রাজার নিকট লইয়া যাইতে বলিল; রাজমিত্র তাহাই করিলেন।

অমুনা ও তাহার ছেলের প্রাণ রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। দিন আর যায় না। পেটে অন্ন নাই, পরণে শত ছিদ্র কাপড়, মাথায় তেল নাই, সমস্ত শরীরে খড়ি উড়িতেছে। সকলে বলিতে লাগিল, অমুনা, তোমার ছেলেকে যমুনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেও। তাহার এত সুখ সম্পদ, সে নিশ্চয়ই তোমার ছেলেকে যত্ন করিবে। অমুনা ছেলেকে যমুনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। যমুনার বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড দীঘি। অমুনার পুত্র দীঘির পারে বসিয়া রহিল। সেখানে সাতজন দাসী যমুনার স্নানের জল নিতে আসিল। অমুনার পুত্র কৌশল করিয়া রাজার হাতের আঙুটী একটি কলসে ফেলিয়া দিল। যমুনা কলসে রাজার হাতের আঙুটী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, কিরূপে জলের কলসে আঙুটী আসিল, তখনি তাহার সন্ধান আরম্ভ করিল; জল আনিবার সময় দীঘির ঘাটে কেহ ছিল কিনা, সাত দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা একটি ছেলের কথা বলিল। যমুনার আদেশে

সেই ছেলেকে আনিতে লোক ছুটিল। লোক জনে অমুনার পুত্রকে আনিয়া উপস্থিত করিল। যমুনা তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাহাকে আদর করিয়া নিজের নিকট রাখিল।

অমুনার পুত্রের উপর ও অলক্ষ্মীর দৃষ্টি ছিল, যমুনা তাহাকে দীর্ঘকাল আপনার নিকট রাখা সঙ্গত বিবেচনা করিল না, তাহাকে বহু ধন রত্ন দিয়া বিদায় দিল। অমুনার পুত্র সে সকল লইয়া মার নিকট চলিল। পথ হইতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সব কাড়িয়া নিলেন! অমুনার পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে মার নিকট উপস্থিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল, ছেলে মানুষ বলিয়া কাড়িয়া নিতে পারিয়াছে, তুমি নিজে ছেলে লইয়া বোনের বাড়ী যাও। অমুনা তাহাদের কথা ঠেলিতে পারিল না, ছেলে লইয়া যমুনার বাড়ী গেল। যমুনা পরম সমাদরে বড় বোনকে গ্রহণ করিল, তার পর বলিল, দিদি, তুমি লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা ছাড়িয়া দিয়াছ, সেই অপরাধে তোমার উপর অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই তোমার এ দুর্দ্দশা। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করিতে আরম্ভ কর, সমস্ত দুঃখ দূর হইবে।

অমুনার উপর ছিল অলক্ষ্মীর দৃষ্টি, সে বলিল, এ ব্রত করিলে কি হইবে? কিন্তু যমুনা ছাড়িল না, অমুনার যত আপত্তি, তার সবগুলি উড়াইয়া দিল। অমুনা আর করে কি, অগত্যা পূজায় বসিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা পাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অমুনার কথা রাজার মনে পড়িল। তিনি অমুনার শোকে হায় হায় করিতে লাগিলেন, মিত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। মিত্র বলিলেন, মহারাজ, শোক করিবেন না, আপনার স্ত্রী পুত্র আমার গৃহে আছেন, আমি আপনাকে কুকুরের রক্ত দেখাইয়াছিলাম। তাঁহার কথায় রাজার বুকের উপর হইতে পাথর নামিয়া গেল। তিনি তখনি মিত্রের বাড়ী গেলেন। তাঁহার বাড়ীতে মহোৎসব

আরম্ভ হইল। সকলের মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। রাজা বড় সুখে মিত্র গৃহে খাওয়া দাওয়া করিলেন; তার পর স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজ পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। অমুনার পুরীতে প্রবেশের সময় দূর্ব্বাতে তাহার পায় পাশুলী আটকাইয়া গেল, পা কাটিয়া রক্ত পড়িল। রাজা রাণীর রক্ত দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বুড়া মালী ও তাহার সাত পুত্র রাজবাড়ী পরিষ্কার করিত। রাজা তাহাদের মাথা কটিয়া ফেলিলেন, বুড়া মালিনীর নাক কাটিয়া লইলেন।

অমুনা সমস্ত লোক জনকে রাঁধিয়া খাওয়াতে মনন করিল খুব ঘটা করিয়া সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ হইল। অমুনা খাওয়া দাওয়ার গণ্ডগোলে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে পূজার কথা তাহার মনে পড়িল। পূজা করিতে একজন সহকারিণীর আবশ্যক; পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকেও অনাহারে থাকিতে হয়; অমুনা অনাহারী কাহাকেও আনিতে হুকুম দিল। চারিদিকে লোক ছুটিল। রাণীর নিমন্ত্রণ, কেহই অভুক্ত ছিল না; কাহাকেও উপবাসী পাওয়া গেল না। বুড়া মালিনী পতি পুত্রের শোকে খাওয়া দাওয়া ভুলিয়া গিয়াছে, একমাত্র সেই অনাহারে ছিল। রাণী বুড়ীকে আনিতে হুকুম দিল। বুড়ী যাইতে চাহিল না, কহিল, কাল গেল আমার পতি পুত্রের মাথা, আজ কি যাবে আমার মাথা? অমুনা এই কথা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইল কোন ভয় নাই, আমার কথা শুনিলে কাটা মাথা জোড়া লাগিবে। ইহার পর বুড়ী আর কোন আপত্তি করিল না, রাজবাড়ী আসিল। অমুনা তাহাকে লইয়া ব্রত করিল, ব্রত সাঙ্গ হইলে পূজার নির্ম্মাল্য বুড়া মালী ও তাহার সাত বেটার ঘাড়ে দিল। তাহাদের কাটা

মাথা জোড়া লাগিল। রাজ্য শুদ্ধ লোক এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল, অমুনাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অমুনা কহিল, আমাকে কেন অনর্থক প্রশংসা কর, আমি কিছুই নহি, উপলক্ষ মাত্র! সমস্তই লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজার ফল। লক্ষ্মী-নারায়ণের মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

লক্ষ্মী-নারায়ণ ব্রত সর্ব্ব ব্রত সার।
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার॥
বন্ধ্যানারী পুত্র পায় যায় সর্ব্ব দুখ।
নির্ধনের ধন হয় নিত্য বাড়ে সুখ॥

নিরাকুলি।

পদ্ধতি।

বৈশাখ, অগ্রহায়ণ, মাঘ, এই তিন মাসের একমাসে নিরাকুলি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গৃহ প্রাঙ্গনে পুতা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি নিরাকুলি দেবের পূজা করা হয়। ব্রতচারিণী সোয়াশত পান দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ কলার মাইজে এবং অন্যভাগ চালুনে পূজার স্থানে সজ্জিত করিয়া রাখেন, আর একটি পৃথক্ পাত্রে একটি পান ও একটি সুপারী প্রদান করেন। এই পান সুপারী বাড়ীর রাখালের প্রাপ্য। বাড়ীতে রাখাল না থাকিলে অন্য কোন বালক উহা নিয়া থাকে। এই ব্রতের সময় সন্ধ্যাকাল। এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। ব্রতচারিণীকে ব্রতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনাহারে থকিতে হয় না। ব্রত শেষ হইলে চালুনের পানগুলি সমবেত দর্শকগণ মধ্যে বিতরণ করা হয়। নিরাকুলি

ঠাকুরের ভোগের জন্য ব্রতচারিণী নানারূপ ফলমূল দধি দুগ্ধের আয়োজন করেন। সাধারণতঃ অন্নপ্রাশন, চূড়া, বিবাহ প্রভৃতি বৃহদ্‌ব্যাপারের শেষে গৃহিণিগণ নিরাকুলিব্রত করিয়া থাকেন। এই সকল শুভ ব্যাপারের মূল পুত্র কন্যার মঙ্গল কামনাই উহার উদ্দেশ্য। ব্রত শেষে ব্রতচারিণী ব্রতকথা শ্রবণ করেন।

কথা।

এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী, তাঁহাদের ছিল একটি পুত্র। অকালে ব্রাহ্মণের গৃহ শূন্য হইল। ব্রাহ্মণের বড় দুরবস্থা, তাঁহাকে নিত্য ভিক্ষা করিয়া তনুরক্ষা করিতে হইত। তিনি আর বিবাহ করিলেন না, বহুকষ্টে পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিলেন। একদিন পুত্র পিতাকে বলিলেন, আপনি ভিক্ষা করেন, ইহা বড় লজ্জার কথা। ভিক্ষা ছাড়িয়া চলুন বিদেশে যাই, বিষয় কর্ম্মের চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মণ পুত্রের কথায় ভিক্ষা ছাড়িয়া দিলেন, তাহাকে লইয়া বিদেশে গেলেন। লক্ষ্মীঠাকুরাণী মুখ তুলিয়া চাহিলেন; লক্ষ্মীর কৃপায় ব্রাহ্মণের ধন দৌলত সব হইল। বহুদিন তাঁহাদের বিদেশে কাটিয়া গেল। তখন তাঁহারা স্বদেশের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন; বাড়ী রওনা হইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিলেন। এমন সময় সহরে চুরি হইল। কোতওয়াল ব্রাহ্মণ আর তাঁহার পুত্রকে চোর বলিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। রাজাও বিনাবিচারে তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এক দিন বন্দীশালার পাশে এক গৃহস্থ বাড়ীতে নিরাকুলি দেবের পূজা হইতেছিল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিতে পাইলেন, গৃহস্থকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার পূজা? এ পূজার ফল কি? গৃহস্থ উত্তর করিল, নিরাকুলি দেবের পূজা, এ ব্রত করিলে লোকের মনস্কামনা

পূর্ণ হয়, ব্রাহ্মণ তখন পূজার সমস্ত নিয়ম জানিয়া লইলেন, বন্ধন দশা ঘুচিলে নিরাকুলি ব্রত করিবেন বলিয়া মানস করিলেন।

সে দিন রাত্রে নিরাকুলি ঠাকুর রাজাকে স্বপ্ন দেখাইলেন; তাঁহাকে বলিলেন, তুমি বিনাবিচারে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকুমারকে বন্দী করিয়া ভাল কর নাই, মঙ্গল চাও ত, তাহাদিগকে খালাস করিয়া দাও। পরদিন প্রাতে রাজা সভায় বসিয়া প্রথমেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকুমারকে খালাস দিলেন; তারপর তাঁহাদিগকে নানা রকমের কাপাড় চোপড় দিয়া বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকুমার খালাস পাইয়া খুব ঘটা করিয়া নিরাকুলি ঠাকুরের পূজা করিলেন। পূজা অন্তে তাঁহারা দেশে চলিলেন; পথে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। এই ব্রাহ্মণের ছিল এক কন্যা। কন্যার রূপে গৃহ আলো হইত। এই কন্যার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ কন্যার রূপে ভুলিয়া পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। তার পর বড় সুখে পুত্র ও বধূ লইয়া বাড়ী আসিলেন।

পুত্র বধূর রূপ ছিল, গুণ ছিল না। তাহার সঙ্গে এক দাসী ছিল। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। বধূর চেয়ে তাহার দাসী অধিক দুঃশীলা ছিল। শ্বশুর বধূকে মাসে মাসে নিরাকুলি ঠাকুরের পূজা করিতে বলিলেন। বউ তাঁহার কথা শুনিল না। গৃহে নিরাকুলি ঠাকুরের পূজা বন্ধ হইল, ব্রাহ্মণের মনঃকষ্টের সীমা রহিল না। একদিন তিনি বউকে বার বার করিয়া পূজা করিতে বলিলেন। শ্বশুরের কথা ঠেলিতে না পারিয়া বউ পূজা করিতে বসিল; কিন্তু তাহার দাসী ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতে আরম্ভ করিল। ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়াও তাহার মন তৃপ্ত হইল না; সে পূজার সমস্ত উপকরণ ফেলিয়া দিল।

নিরাকুলি ঠাকুর রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি রজনী যোগে ব্রাহ্মণকে স্বপ্ন দেখাইলেন, বলিলেন, তুমি আমার বড় ভক্ত, এই জন্য তোমার সকল অপরাধ এতদিনও ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আর পারি না; মঙ্গল চাও ত, বউ আর তাহার দাসীকে দূর করিয়া দেও। পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ শয্যা হইতে উঠিয়াই বলিলেন, বউ তোমার মা বাপের অসুখ সংবাদ পাইলাম, এ সময় আমাদের একবার যাইয়া দেখা উচিত। এখনই যাইব মনে করিয়াছি, শীঘ্র তৈয়ার হও।

বাপের বাড়ীর নামে বউর মন নাচিয়া উঠিল, বউ তখনি সমস্ত ঠিক করিয়া লইল। ব্রাহ্মণ বউ ও দাসীকে লইয়া রওনা হইলেন। বউর মা বাপ তাহাদিগকে পাইয়া বড় খুসী হইলেন। ব্রাহ্মণের ভদ্রতার অনেক প্রশংসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি শুনিয়াছিলাম, আপনাদের দুজনেরই অসুখ, তাই বউ লইয়া দেখিতে আসিয়াছি, এখন দেখিতেছি সব মিথ্যা কথা। কন্যার পিতা বলিলেন, হউক সব মিথ্যা কথা, আপনারা যে আসিয়াছেন, ইহাই আমার লাভ। যখন আপনার বউকে লইয়া আসিয়াছেন, তখন কয়েক দিনের জন্য তাহাকে এখানে রাখিয়া যাইতেই হইবে। ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, আমি নিজে না আসিলে আর কাহারও সঙ্গে বউকে পাঠাইবেন না। তিনি খাওয়া দাওয়া করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া পুত্রের আবার বিবাহ দিলেন। নূতন বউ বড় সুশীলা আর ভক্তিমতী। শ্বশুরের কথা মত নিরাকুলি ব্রত করিতে আরম্ভ করিল। নিরাকুলি ঠাকুরের কৃপায় দিন দিন ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লোটন ষষ্ঠী।

পদ্ধতি।

পুরনারিগণ সন্তানের মঙ্গল কামনায় পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে লোটন ষষ্ঠী ব্রত করিয়া থাকেন্। তাঁহারা পিঠালি দিয়া পানের পূরার মত প্রস্তুত করেন; এই গুলির নাম লোটন। লোটনের মাথায় সিন্দূর দিতে হয়। কোন কোন সম্পন্ন গৃহস্থ সোণা বা রূপার লোটন প্রস্তুত করিয়া রাখেন। লোটনের উপর পূজা করিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণীর জন্য ছয়টি করিয়া লোটনের আবশ্যক। পিঠালী, কলা ও চিনি দ্বারা আর এক প্রকার লোটন প্রস্তুত করিয়া পূজার স্থানে দিতে হয়। প্রত্যেক ব্রতচারিণী এইরূপ ছয়টি করিয়া লোটন প্রদান করেন। পূজা ও কথা সাঙ্গ হইলে ব্রতচারিণিগণ শেষোক্ত লোটন দিয়া জলযোগ করেন। এই দিন নিরামিষ অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিবার নিয়ম। এ দিন আমিষ আহার করিতে নাই।

কথা।

এক গৃহস্থের ছিল দুই পুত্র আর এক কন্যা। দুই পুত্রেরই বিবাহ হইয়াছিল। শাশুড়ী ছোট বউকে এক বারেই দেখিতে পারিত না, বড় জ্বালা দিত। ছোট বউ চোখের জলে সমস্ত দিন কাটাইত, আর মনে মনে ভাবিত, আমার শাশুড়ীর কথার চোটে পিতলের হাঁড়ি ফাটে, মানুষের প্রাণে সয়ে কত! ছোট বউর দিন আর যায় না, যাহা হউক, অবশেষে তাহার দুঃখের দিন ফুরাইয়া আসিল; শাশুড়ী বড় কাহিল হইয়া পড়িল, মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে শাশুড়ী বড় বউ আর মেয়েকে নিজের যত অলঙ্কার ও টাকাকড়ি সব দিল, ছোট বউর দিকে

একবার ফিরিয়া ও চাহিল না। নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল। অনেকে ছোট বউকে মুখ ফুটিয়া শাশুড়ীর নিকট কিছু চাহিতে বলিল। তাহদের কথা এড়াইতে না পারিয়া ছোট বউ শাশুড়ীর নিকট গেল, বলিল, আপনি বাঁচিয়া থাকিতেও আমাকে জ্বালা দিয়া ভাজা ভাজা করিয়াছেন, মরিতে বসিয়াও আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিলেন।

ছোট বউর কথা শুনিয়া শাশুড়ীর মনে দয়া হইল। শাশুড়ী বলিল, মা, যা বলিলে সব সত্য; কিন্তু সকলকে দিয়াছি ফুরন্ত ধন, তোমাকে দিব অফুরন্ত ধন। এই বলিয়া শাশুড়ি তাহাকে ষষ্ঠী পূজার লোটন দিল। ছোট বউ লোটন পাইল, ইহাতে কন্যার মনে হিংসা জন্মিল। সে লোটন লুকাইয়া রাখিল, পূজা বাদ হইল। দেবীর ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল, ছোট বউর পুত্র ঢলিয়া পড়িল।

ছোট বউ পুত্রের শোকে পাগল হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল, হায় ! লোটন লুকাইল এক জনে আর পুত্র মরিল আমার, ষষ্ঠী দেবীর এ কেমন বিচার! ছোট বউ ভাবিয়া ভাবিয়া দেবীর দরবারে যাওয়াই ঠিক করিল, মৃত শিশুকে পোড়াইতে দিল না। তাহার মনে ধারনা ছিল, দেবী নৌকায় যাতায়াত করেন। এই ধারণার বশে ছোট বউ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। নৌকা দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, এ নৌকা কাহার? সকলের শেষে দেবীর নৌকা আসিল।

দেবী সোণার খাটে বসে আছেন, রূপার খাটে পা;
চারি দিকে পড়িতেছে শ্বেত চামরের বা।

তাঁহার সম্মুখে পরের পুত্র, আর পশ্চাতে নিজের পুত্র। দেবীকে দেখিয়া ছোট বউর শোক উথলিয়া উঠিল। জোড়হাতে

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে আপনার দুঃখের কথা বলিতে লাগিল।

দেবী বলিলেন, তুমি আর কাঁদিওনা, আমি যাহা বলিয়া দিতেছি তাহাই কর, তোমার পুত্র বাঁচিয়া উঠিবে। এই বলিয়া কি কি করিতে হইবে ষষ্ঠী দেবী তাহা কহিলেন। ছোট বউ বাড়ী আসিয়া হাঁড়ি হইতে পান্তা ভাত পাতে বাড়িয়া লইল, তার পর কাঠি দিয়া নাড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ননদিনী রায় বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিল, বলিল ছোট বউ, এ তোমার কেমন ধারা, ঘরে তোমার বাসি মরা, কোন সুখে তুমি পান্তা ভাত লইয়া বসিয়াছ! ছোট বউ বলিল, তুমি কি আমাকে পান্তা ভাত খাইতে দেখিয়াছ যে, বড় ছুটিয়া আসিয়াছ? এই কথা বলিবা মাত্র ননদিনীর পুত্র ঢলিয়া পড়িল। ননদিনী পুত্র শোকে অস্থির হইয়া উঠিল। ছোট বউ বলিল, মঙ্গল চাও ত, লোটন বাহির করিয়া দেও, দেবীর পূজা করিয়া নির্ম্মাল্য মৃত শিশু দুইটির মাথায় দিব তবেই তাহারা প্রাণ পাইবে।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্থের কন্যা লোটন বাহির করিয়া দিল। ছোট বউ ভক্তি সহকারে দেবীর পূজা করিল, পূজার নির্ম্মাল্য ননদিনীর পুত্রের মাথায় দিয়া পরে নিজ পুত্রের মাথায় দিল। মৃত শিশু দুইটি বাঁচিয়া উঠিল। ষষ্ঠীর জয়ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইল।

জ্বরাসুর।

জ্বরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের পুরনারিগণ জ্বরাসুরের পূজা করিয়া থাকেন। পৌষ মাসেই জ্বরাসুরের পূজা করিবার নিয়ম। কিন্তু যদি কেহ কোন কারণে পৌষ মাসে

পূজা করিতে না পারেন, তবে ফাল্গুন মাসেও করা যায়। শনি বা মঙ্গলবারেই জরাসুরের পূজার দিন। পুরোহিত টাটের উপর দুইটি দৈলা সংস্থাপন করিয়া তাহার উপর পূজা করেন। ব্রতচারিণিগণ কতকগুলি দৈলা সিদ্ধ ও পরমান্ন পাক করেন। এই দৈলা ও পরমান্নের কিয়দংশ বিন্নার ছোপার গোড়ে নিয়া দিতে হয়। ব্রতচারিণীদের মধ্যে একজন এই সব তথায় লইয়া যান এবং তথায় স্থাপনান্তর বিন্নার ছোপার গায় সিন্দুরের ফোটা দেন। অবশিষ্ট দৈলা ও পরমান্ন ব্রত-চারিণিগণ আহার করেন। এই দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। পূজার টাটের দৈলা ও ফুল বেলপাতা জলে ফেলিয়া দিতে হয়। এ ব্রতের কথা নাই।

মুস্কিল আসান।

পদ্ধতি।

কেহ বিপদে পড়িলে মুস্কিল আসানের পূজা মানস করে। মুস্কিল আসানের পূজা বিষ্ণুপূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে রবি বা বৃহস্পতিবার মুস্কিল আসানের পূজা করিতে হয়। ইহাতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। পুরোহিত ঠাকুরাণী টাট বসাইয়া বিষ্ণুর পূজা করেন। ব্রতচারিণী ব্রাহ্মণেতর জাতি হইলে তাঁহার পূজার কেন অধিকার থাকে না। পুরোহিত ঠাকুরাণীই মন্ত্র পাঠ ও পূজা উভয়ই করেন। ব্রতের দিন শাক ভাত আহারই প্রশস্ত। ভাজা পোড়া ও ব্যঞ্জন আহার নিষিদ্ধ। দধি দুগ্ধ সম্বন্ধে কোন রূপ নিষেধ বিধি নাই। ব্রতচারিণীকে

নিজ হাতে আঠ মুঠা, আট চিমটি চাউল মাপিয়া নিয়া রন্ধন পূর্ব্বক আহার করিতে হয়; এক কণিকাও ফেলিয়া দিতে পারা যায় না। পূজান্তে ব্রতচারিণী ব্রতকথা শ্রবণ করেন।

কথা।

ধনপতি সদাগর একটি নাবালক পুত্র রাখিয়া মরিলেন। বার ভূতে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সোণার সংসার ছারখার করিয়া ফেলিল। সদাগরের স্ত্রী বহুকষ্টে পুত্রকে মানুষ করিতে লাগিলেন। সদাগরের ছেলে বড় হইয়া উঠিলেন। পিতার আমলের মাঝি মাল্লা সব আসিয়া জুটিল। সদাগরের ছেলে ডিঙ্গা সাজাইয়া বিদেশে চলিলেন। দুঃখিনী মাতা অঞ্চলের নিধি পুত্রকে বিদায় দিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

লক্ষ্মীঠাকুরাণী সদাগরের ছেলের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার এক গুণ অর্থ চতুর্গুণ হইল। তখন সদাগরের ছেলে সাতখানি ডিঙ্গা সাজাইয়া চলিলেন। তাঁহার পথে এক রাজধানী পড়িল। রাজধানীর পাশেই প্রকাণ্ড হাট। সদাগরের পুত্র কৌতূহলবশে হাট দেখিতে গেলেন। সেদিন সেখানে ময়ূরের নৃত্য হইতেছিল। রাজকুমার দাসীর কোলে নৃত্য দেখিতেছিলেন। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সদাগরপুত্রও নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। তিনি ময়ূরের সুন্দর নৃত্য দেখিয়া একবারে মোহিত হইলেন, রাজকুমারের পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন। নৃত্য শেষ হইল, দাসী রাজকুমার লইয়া গৃহে ফিরিল। রাণী দেখিলেন, কুমারের গলার সোণার হার নাই। তখনি হার কি হইল, হার কি হইল বলিয়া সোর পড়িল।

সকলে বলিল, একজন ভদ্রবেশী লোক দাসীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল, বোধ হয় সেই এ হার চুরি করিয়াছে। তখন এক বলিতে দশ জনে তাহাকে ধরিতে ছুটিল; ক্ষণকাল মধ্যেই সদাগরের ছেলেকে বাঁধিয়া আনিল। রাজা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। সদাগরের ছেলে নিজের ছাপাই জন্য কত কিছু বলিলেন; কিন্তু রাজা কোন কথাই শুনিলেন না। সদাগর চোখের জলে বুক ভাসাইয়া এক মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় ভগবানের দয়া হইল, ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহাকে দেখা দিলেন। সদাগরের ছেলে ব্রাহ্মণ দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সসম্ভ্রমে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার পরিচয়ে তোমার কি কাজ? ভগবানের এক নাম মুস্কিল আসান, মুস্কিলে পড়িয়া যে ভগবানকে ডাকে, সেই আসান পায়। ভগবান তোমারও মুস্কিল আসান করিবেন। রাজা তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন। তখন আমি যাহা বলিতেছি, তাই করিও, তবেই তুমি যে হার চুরি কর নাই,, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবে। এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নানা উপদেশ দিলেন। তারপর তাঁহাকে মুস্কিল আসানের পূজা করিতে আদেশ দিয়া পূজার বিধান বিবৃত করিয়া বলিলেন।

রাজা সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিতেছেন, সদাগর পুত্র নির্দ্দোষ, তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিও না। তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে না। পরদিন প্রাতে :রাজা প্রথমেই সদাগরের ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন। সদাগরের ছেলে মুক্তি পাইয়া রাজাকে হাট বসাইতে অনুরোধ করিলেন। রাজা সহরের সমস্ত লোককে

হাটে আসিবার জন্য ঢোল পিটাইয়া দিলেন। বৈকালে হাট মিলিল। এদিনও ময়ূরের নৃত্য আরম্ভ হইল। সদাগরের ছেলে তাহাকে খই খাইতে দিলেন। ময়ূর খই খাইতে খাইতে নৃত্য করিতে লাগিল। খইয়ে তাহার পেট ভরিয়া উঠিল, ময়ূর তখন বমন করিতে আরম্ভ করিল। বমনের সঙ্গে হার বাহির হইয়া পড়িল! রাজকুমারের হার হটাৎ মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল, ময়ূরে তাহা গিলিয়াছিল, তখন সকলেই ইহা বলিতে লাগিল।

সদাগরের ছেলে মনের আনন্দে নৌকায় গেলেন। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন। সদাগরের ছেলে রাজার লোককে বলিলেন, একবার চোর বলিয়া ধরা পড়িয়াছিলাম, এবার কি আর কোন নূতন বিপদে পড়িব? আমি যাইব না। কিন্তু রাজার লোক কিছুতেই ছাড়িল না, বার বার সদাগরের ছেলেকে অনুরোধ করিল। অগত্যা তাঁহাকে রাজার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাইতে হইল। রাজা তাঁহাকে বহু আদর করিয়া সিংহাসনের পাশে বসাইলেন। তারপর তাঁহার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। সদাগরের ছেলে রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া বাণ্ড-ভাণ্ড করিয়া দেশে আসিলেন।

খবর পাইয়া জননী বহুদিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূর চাঁদমুখ দেখিতে ছুটিয়া আসিলেন। সদাগরের ছেলে বলিলেন, মা, কোন জিনিস ছুঁইও না, আমি বিদেশে বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম; মুস্কিল আসানের কৃপায় মুক্তি পাইয়াছি। আগে তাঁহার পূজা কর। সদাগরের ছেলে মাকে পূজার সব বিধান বলিয়া দিলেন। কিন্তু পূজার বিধান তাঁহার মাতার মনোমত হইল না। তিনি ইচ্ছামত পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই অনিয়মে মুস্কিল আসানের অকৃপা হইল। সাতখানি ডিঙ্গা অকস্মাৎ ডুবিয়া

গেল। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল। সদাগরের পুত্র বুঝিতে পারিলেন, পূজার আয়োজন নিয়মমত হইতেছে না বলিয়াই এ দশা ঘটিয়াছে। তখন তিনি করজোড়ে পুনঃ পূজা মানস করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ডিঙ্গা সাতখানি ভাসিয়া উঠিল। মুস্কিল আসানের কৃপায় সদাগরের ছেলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লক্ষ্মী।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দেশব্যাপী লক্ষ্মী-ব্রতোৎসব হইয়া থাকে। ব্রতের বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ফাল্গুন মাসে পুরনারিগণ আর একবার লক্ষ্মী দেবীর পূজা করেন। কিন্তু প্রধানতঃ কৃষিজীবির গৃহেই এ পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ক্ষেত্র কর্ষণের সূচনায় বঙ্গনারী দেবীর আরাধনা করিয়া সংবৎসর ব্যাপী সুফসলের প্রার্থনা করেন। ফাল্গুন মাসে বীজ বপনের পূর্ব্বেই লক্ষ্মীব্রত সমাধা করিতে হয়। গৃহিণীগণ লক্ষ্মীপূজা না করিয়া গৃহ হইতে বপন জন্য বীজ বাহির করিয়া দেন না। রবি আর বৃহস্পতিবারে এ ব্রত করিতে হয়। বাড়ীর গৃহিণী অনাহারে থাকিয়া এককালীন কতকগুলি আতপ চাউল আবশ্যক মত লইয়া তাহার কিয়দংশ ঢেঁকিতে গুঁড়া করিয়া আলুনি দৈলা প্রস্তুত করেন। অবশিষ্ট চাউল দ্বারা পরমান্ন এবং দুগ্ধসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত করিতে হয়। এই সব খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইলে গৃহিণী বড় ঘরে মধুম খামের নিকট ঘট সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার নিকট তিন খানা কলার মাইজ পাতিয়া তাহাতে দুগ্ধসিদ্ধ অন্ন প্রদান করেন, এবং উহার পার্শ্বে কিছু কিছু দৈলা রাখিয়া দেন। পৃথক্ একটি পাত্রে পরমান্ন রাখিয়া দিবার নিয়ম। পূর্ব্বোক্ত ভাবে

ব্রতস্থল সজ্জিত হইলে গৃহিণী পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করেন।

এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। পূজান্তে ব্রতচারিণী প্রাগুক্ত সামগ্রীগুলি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। ব্রতচারিণীর ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বালক বালিকা, আত্মীয় স্বজন ও দাস দাসীকে দেওয়া হয়। কিন্তু সকলকেই বড় ঘরে বসিয়াই ভোজন কার্য্য শেষ করিতে হয়; কারণ লক্ষ্মীর প্রসাদ বাহিরে আনিতে পারা যায় না। সন্ধ্যাকালই ব্রতের সময়। বড় ঘরেই পরমান্ন প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত করিবার নিয়ম। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকে বীজ বপনের পূর্ব্বে ব্রত করিতে না পারিলে বৈশাখ মাসে সমস্ত বীজ বপন শেষ হইয়া গেলে রবি অথবা বৃহস্পতিবারে ব্রত করা যাইতে পারে। এ ব্রতের কথা নাই।

সুবচনী।

পুত্রের বিবাহ অন্তে নববধূর সুবচন অর্থাৎ প্রিয়বাদিত্ব প্রার্থনা করিয়া মাতা সুবচনী দেবীর পূজা করেন। গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি পুকুর কাটা হয়। পুকুরের সম্মুখে দুই সারিতে সতরটি ছোট ছোট গর্ত্ত খুঁড়িতে হয়। ব্রতচারিণী এই সকল গর্ত্ত দুধ দ্বারা পূর্ণ করেন। এই সকল গর্ত্তের তীরে তৈল দ্বারা সিন্দুর মাড়িয়া নিয়া দুইটি পুত্তলিকা আঁকিতে হয়। এই পুত্তলিকাদ্বয়ের পশ্চাতে মৃন্ময় ঘট স্থাপন করিয়া পুরোহিত সুবচনী দেবীর পূজা করেন। ব্রতের সময় নানারূপ ফল মূল ও দধি দুগ্ধ দেওয়া হইয়া থাকে। ব্রতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর কন্যাকে অনাহারে থাকিতে

হয়। আহার সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ম পালন করিতে হয় না। ব্রতকালে পান সুপারী দিতে হয়। এই পান সুপারী সকলকে বিতরণ করিয়া দিতে হয়। দ্বিপ্রহর সুবচনী দেবীর পূজার সময়। সুবচনী ব্রতের কথা নাই।

সুমতি।

পদ্ধতি।

কাহারও কুমতি হইলে তাহার সুমতি কামনা করিয়া সুমতি দেবীর পূজা করা হয়। সুমতি পূজার প্রণালী অতি সহজ। তিনটি পথের সম্মিলন স্থানে সিন্দূরের দুইটি পুত্তলিকা আঁকিয়া ফুল বেলপাতা দিলেই সুমতির পূজা হইল। এ ব্রতে পুরোহিতের আবশ্যক নাই। শনি বা মঙ্গলবারই সুমতি পূজার দিন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সুমতি ব্রত করিতে হয়। এ ব্রতে আহার সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিপাল্য নিয়ম নাই। পান সুপারী ও খয়ের এ ব্রতের আয়োজন। ব্রত অন্তে এগুলি সকলকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। পূজান্তে ব্রতচারিণী গৃহে আসিয়া ব্রত-কথা শ্রবণ করেন।

কথা।

এক ছিল গোয়ালিনী। তাহার ছিল এক পুত্র ও পুত্রবধূ। এক দিন প্রাতে গোয়ালিনী বাড়ী বাড়ী দুধের যোগান দিতে গেল, বউকে সুমতির পূজা আর সংসারের সমস্ত কাজ করিতে বলিল। বউ কিন্তু শাশুড়ীর কথা মত কাজ করিল না, পাড়া বেড়াইয়া

গোয়ালিনী বউ ও বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী   ৮৩ পৃষ্ঠা

ফিরিতে লাগিল, ভাবিল, পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া সব কাজ করিব। সমবয়সীদের সঙ্গে গল্পে গল্পে বেলা বাড়িয়া গেল, মাথার উপর রোদ উঠিল। তখন বউর হুঁস হইল, সে তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া মাখনের জন্য দুধ টানিতে আরম্ভ করিল। তাড়াতাড়িতে সুমতি পূজার কথা ভুল হইল। দেবী পূজা না পাইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার অভিশাপে দুধের কোলা ভাঙ্গিয়া গেল।

বউ শাশুড়ীর ভয়ে জড় সড় হইয়া কাঁদিতে লাগিল, চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। তাহার করুণ ক্রন্দনে সুমতি দেবীর দয়া হইল। তিনি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে বউকে দেখা দিলেন। তাঁহার হাতে শাঁখা, গালে পান, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, পরণে লাল পেড়ে শাড়ী। ব্রাহ্মণী বলিলেন, বউ, তুমি কেঁদনা। সুমতির পূজা করিতে ভুলিয়াছ, সেই অপরাধে তোমার এ দুধের কোলা ভাঙ্গিয়াছে। সুমতির পূজা কর, ভাঙ্গা কোলা জোড়া লাগিবে। ব্রাহ্মণী এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। বউ তাড়াতাড়ি সুমতির পূজা করিতে বসিল। পূজা শেষ হইবামাত্র ভাঙ্গা কোলা জোড়া লাগিল। বউ বড় খুসী হইল, শরীরে দ্বিগুণ বল আসিল; সে দেখিতে দেখিতে সমস্ত কাজ শেষ করিয়া ফেলিল।

গোয়ালিনী রাজবাড়ীর সাত জন কয়েদির আহার যোগাইত। বউ তাহাদিগকে খাইতে ডাকিল। তাহারা আসিয়া বলিল, বউ এই দেখিলাম তোমাকে কাঁদতে, তার পরক্ষণেই দেখিলাম তোমাকে হাসতে, তার দুদণ্ড পরেই দেখি সমস্ত কাজ শেষ করিয়া আমাদের জন্য পাকও করিয়াছ। ইহার কারণ কি, খুলিয়া বল। বউ সব কথা খুলিয়া কহিল। কয়েদিরা তখন কহিল, আমরা কতদিন বশাদ্দিলায় আটক রহিয়াছি; যদি

রাজার সুমতি হয়, আর আমরা খালাস পাই, তবে আমরাও সুমতির পূজা করিব। সেই দিন রাত্রেই দেবী রাজাকে স্বপ্ন দেখাইলেন। স্বপ্ন দেখিয়া রাজার সুমতি হইল। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই সাত বন্দীকে খালাস করিতে হুকুম করিলেন। তাহারা খালাস পাইয়া সুমতির পূজা দিল; তারপর মনের আনন্দে দেশে গেল। সুমতি দেবীর নামে চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল।

জয়মঙ্গল চণ্ডী।

আত্মীয় স্বজনের মঙ্গল কামনায় পুরনারিগণ জয়মঙ্গল চণ্ডী ব্রত করিয়া থাকেন। প্রতি মঙ্গলবারেই এ ব্রত করা যাইতে পারে। এজন্য পুরনারিগণ বৎসর মধ্যে বহুবার জয়মঙ্গল চণ্ডীর আরাধনা করিয়া থাকেন। ব্রতের দিন জলপান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার খাদ্য নিষিদ্ধ। ব্রতচারিণী অষ্ট সংখ্যক দুর্ব্বা ও অষ্ট সংখ্যক আতপ তণ্ডুল সহ (ঢেকিতে ভানা আতপ চাউলের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ব্রতচারিণীকে আপন হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া নিতে হয়।) কদলী পত্র ত্রিভুজাকারে ভাজ করিয়া সিঙ্গাইর প্রস্তুত করিয়া দেবালয়ে প্রদান করেন। নিকটে কোন দেবালয় না থাকিলে গৃহেই পুরোহিতকে আহ্বান করা হয়। সিঙ্গাইর সিন্দূর লিপ্ত করিয়া টাটের উপর সংস্থাপন-পূর্ব্বক মঙ্গল চণ্ডীর উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়। পুরনারিগণ পূজান্তে সিঙ্গাইর যত্ন পূর্ব্বক গৃহে রাখিয়া দেন। অনেকে বিদেশযাত্রা কালে সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে সিঙ্গাইর সঙ্গে নিয়া থাকেন। পূজা শেষ হইলে ব্রতচারিণী সিঙ্গাইর হস্তে ধারণ করিয়া ব্রত কথা শ্রবন করেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবগণ আদি।
স্বর্গের দেবতা বন্দি পাতালে বাসুকি॥
পূজহ মঙ্গল চণ্ডী জগতের মাতা।
দুর্গতিনাশিনী সকল মঙ্গল দাতা॥
সর্ব্বসুখদায়িনী ভকত বৎসলা।
সময়ে পাষাণ দেবী হওগো কোমলা॥
করিত নানা কর্ম্ম সাধু ধনপতি।
লহনা খুল্লনা ছিল তাহার যুবতী॥
সতীনের বাক্যে সাধু হইয়া পাথর।
স্বামী হয়ে নিজে দিল রাখিতে ছাগল॥
হেন কালে শুনিল মঙ্গল হুলাহুলি।
কি ব্রত ইহার নাম কিবা ফল ইথি॥
নির্ধনের ধন হয় নিত্য বাড়ে সুখ।
অপুত্রক পুত্র পায় যায় সর্ব্ব দুখ॥
ইহা বলি সর্ব্ব সখী ব্রত আরম্ভিল।
ব্রতের প্রত্যক্ষ ফল খুল্লনারে দিল॥
হারাণ ছাগাল তবে আসিয়া মিলিল।
ঘরে বসি সুখে রামা ব্রত আরম্ভিল॥

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥